আদর্শ পরিবার
গঠনে ৪০ টি উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রকাশকের কথা...

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে পারিবারিক সম্পর্কের বেশ অবনতি ঘটছে। তুচ্ছ কারণেই সেসব দেশে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে। দীর্ঘ সময় সন্তানরা একই ছাদের নিচে মা-বাবার সঙ্গে বসবাসের সুযোগ পায় না। বৃদ্ধাবস্থায় অনেক মা-বাবাকে থাকতে হয় বৃদ্ধাশ্রমে। মোটকথা তাদের পারিবারিক বন্ধন দীর্ঘ দিন অটুট থাকে না। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের মুসলিম সমাজেও পাশ্চাত্যের অনুকরণের ফলে এসব ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটছে। প্রায় পরিবারে অশান্তি বিরাজ করছে। বেড়ে চলছে তালাকের হার। ছেলে মা-বাবা থেকে আলাদা হয়ে স্ত্রীর চাহিদা পূরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখছে। বর্তমানের একেকটা ঘর যেন একেকটা গুনাহের আসর, সবাই মগ্ন নিজের খায়েশাত পূরণে। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। এসবের কারণ, পরিবারের সদস্যদের মাঝে দীনি শিক্ষার অভাব, পারস্পরিক সুসম্পর্কের অবনতি। আমরা যদি চাই, একটি আদর্শ সুখী পরিবার– যেখানে প্রতিটি সদস্য একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। শুধু ভোগলালসা তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হবে না, বরং পরকালের পাথেয় অর্জনে তারা সচেষ্ট থাকবে; তাহলে আমাদের পরিবারগুলোকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যেন তাতে দীনি পরিবেশ জারি থাকে। আমাদের পরিবারগুলো হোক আদর্শ পরিবার, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে রুহামা পাবলিকেশন প্রকাশ করেছে শাইখ সালেহ আল মুনাজ্জিদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহু)-এর 'আরবাউনা নাসীহাতান লি-ইসলাহিল বুয়ূত' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ, যার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ'। আশা করি, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি অধ্যয়নে পাঠক যথেষ্ট উপকৃত হবেন, ইন শা আল্লাহ।

- মুফতী ইউনুস মাহবুব

আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ

আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরী / অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা

রুহামা পাবলিকেশন
দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

পরিবারের চারিত্রিক বিষয়গুলো

ঘরের কিছু নিকৃষ্ট ও পরিত্যাজ্য বিষয়

বিভিন্ন নসীহত

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وحده لا شريك له، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.أمابعد

ঘর একটি নেয়ামত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾

"আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন।"[১]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

يَذْكُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَمَامَ نِعَمِهِ عَلَى عَبِيدِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ سَكَنٌ لَهُمْ، يأوون إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها بسائر وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ.

"মহান আল্লাহ বান্দার ওপর তাঁর নেয়ামতরাজির পূর্ণতার আলোচনায় বলছেন, তিনি তাদেরকে বাসস্থান হিসেবে ঘর দান করেছেন, যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও অন্যের থেকে নিজেকে আড়াল করে এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের উপকার লাভ করে।"[২]

....

১. সূরা নাহল: ৮০

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৫০৭ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

ঘরের অনুরূপ আমাদের কারও কিছু আছে? ঘর কি আমাদের খানাপিনা, বিবাহশাদি, ঘুম ও আরাম-আয়েশের জায়গা নয়? নির্জনতা ও পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার স্থান নয়? এ ঘর কি নারীর সংরক্ষণ ও হেফাজতের স্থান নয়?

আল্লাহ তাআলা নারীজাতির উদ্দেশ্যে বলেন—

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾

"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন কোরো না।"[৩]

যখন তুমি সেসব লোকের অবস্থা ভেবে দেখবে, যাদের কোনো ঘর নেই; তাদের কেউ বাস করে আশ্রয়কেন্দ্রে, কেউবা মহাসড়কের ফুটপাতে আর কেউ বাস্তুচ্যুত হয়ে অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে, তখন তুমি বুঝতে পারবে ঘর নামক নেয়ামতের মর্যাদা। আর যখন কোনো অস্থির ব্যক্তিকে বলতে শুনবে— আমার কোনো ঠাঁই নেই, স্থায়ী কোনো জায়গা নেই। কখনো অমুকের বাড়িতে ঘুমাই, কখনো কফির দোকানে, কখনো বা নদীর তীরে, আমার জামা-কাপড় আমার কাফেলার কাছে জমা থাকে; তখন তুমি জানতে পারবে, ঘর নামক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্টের বাস্তবতা।

আল্লাহ তাআলা যখন বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু নযীর থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, তখন তাদের থেকে এই নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে করেছিলেন গৃহহীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

....

৩. সূরা আহযাব: ৩৩

الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.﴾

"তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে। তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর এমন দিক থেকে আসলো, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৪]

মুমিনের কাছে তার ঘর সংশোধনে মনোযোগী হবার একাধিক চালিকাশক্তি রয়েছে:

এক. নিজ সত্তা ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলার বাণী–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই পালন করেন।"[৫]

....

৪. সূরা হাশর: ২

৫. সূরা তাহরীম: ৬

দুই. কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে ঘরের দায়িত্বশীলদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতার গুরুত্ব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে তা যথাযথভাবে পালন করেছে নাকি অবহেলা করেছে? একপর্যায়ে ব্যক্তিকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৬]

তিন. ঘর যেকোনো অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার স্থান এবং মানুষের থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার স্থান। ফেতনার সময় ঘরই শরীয়াহসম্মত আশ্রয়স্থল। হাদীসে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ.

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, (ফেতনার সময়) যে নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং স্বীয় পাপের কারণে ক্রন্দন করবে।"[৭]

....

৬. আস সুনানুল কুবরা, নাসায়ী: ৮/২৬৭, হা. নং ৯১২৯ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

৭. আল মু'জামুল আওসাত, তাবারানী: ৩/২১, হা. নং ২৩৪০ (প্র. দারুল হারামাইন, কায়রো)

বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ.

মুআয রাযি. বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে পাঁচটি বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঐ পাঁচটির কোনো একটি পালন করবে (ঐ সময়ে) সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। (এক.) যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে। (দুই.) অথবা জানাযার সাথে চলবে। (তিন.) অথবা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হবে। (চার.) অথবা কোনো খলীফার কাছে যাবে, তাকে শক্তিশালী ও সম্মান করার জন্য। (পাঁচ.) অথবা নিজ ঘরে অবস্থান করবে, ফলে মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সেও মানুষ থেকে নিরাপদ থাকবে।"[৮]

হাদীসে এসেছে–

سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ

"ঘরে অবস্থান করাই ব্যক্তির জন্য ফেতনা থেকে নিরাপত্তা।"[৯]

আর মুসলিম এ বিষয়ের উপকার লাভে সক্ষম হবে একাকিত্ব ও নির্জনতা অবলম্বনের মাঝে। যখন সে অনেক মন্দ বিষয়কে পরিবর্তন করতে অপারগ হবে, তখন ঘরই হবে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সে ঘরে প্রবেশ করলে নিজে মন্দ কাজ ও হারাম দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে, পরিবারকে রক্ষা করতে পারবে পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে এবং সন্তানাদিকে নিরাপদ রাখতে পারবে খারাপ সঙ্গী-সাথী থেকে।

....

৮. মুসনাদে আহমাদ: ৩৬/৪১২, হা. নং ২২০৯৩ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা)

৯. আল জামেউস সগীর: পৃ. নং ২৯০, হা. নং ৪৭৩২ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

চার. মানুষ তার অধিকাংশ সময় ঘরের অভ্যন্তরে কাটায়। বিশেষ করে প্রচণ্ড গরম ও শীতে, বৃষ্টি নামলে, দিনের শুরু ও শেষভাগে, কাজকর্ম ও পড়ালেখা থেকে অবসর হলে। আর সময়কে অবশ্যই ইবাদত বন্দেগিতে ব্যয় করবে, অন্যথায় হারাম কাজে সময় নষ্ট হবে।

পাঁচ. আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঘর সংশোধনে মনোযোগ ও গুরুত্বদানই হলো মুসলিম সমাজ বিনির্মাণের বড় মাধ্যম। কারণ, ঘর দিয়েই সমাজ গঠিত হয়। ঘর সমাজের ইট। অর্থাৎ কয়েকটি ঘর মিলে পাড়া আর কয়েকটি পাড়া মিলে একটি সমাজ। অতএব ইট যদি ভালো হয়, তাহলে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ এমন শক্তিশালী এবং দুশমনের সামনে এমন অপ্রতিরোধ্য হবে যে, সমাজে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই বিস্তার লাভ করবে। তাতে কোনো অকল্যাণ আসতে পারবে না।

যার ফলে মুসলিম ঘর থেকে সমাজের জন্য তৈরি হবে ঘর সংশোধনের স্তম্ভগুলো তথা অনুসরণীয় দাঈ, জ্ঞানপিপাসু ছাত্র, খাঁটি মুজাহিদ, সৎ স্ত্রী, আদর্শ মা ও অন্যান্য সংশোধনকারী ব্যক্তিবর্গ।

আলোচনা যখন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, অথচ আমাদের ঘরগুলোতে আছে অনেক মন্দ বিষয়, বড় ধরনের ত্রুটি, অবহেলা ও শিথিলতা, তখন তো এক বড় প্রশ্ন আসবেই।

কী সেই ঘর সংশোধনের উপায়-উপকরণগুলি?

প্রিয় পাঠক, এই নিন উত্তর। এ ব্যাপারে কিছু উপদেশ। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে আল্লাহ উপকৃত করবেন। মুসলিম ঘরের প্রতি নতুন করে বার্তা প্রেরণের জন্য ইসলামি ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাকে সেদিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

আর এই উপদেশগুলো দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। এক. সৎ কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে কিছু কল্যাণকর বিষয় অর্জন করা। দুই. মন্দ কাজ প্রতিহত করে অকল্যাণকর বিষয়গুলো দূরীভূত করা। এটাই আমাদের আলোচনার প্রারম্ভিকা।

পরিবার গঠন

১

ভালো ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[১০]

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত স্ত্রী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি ভালোভাবে খেয়াল করে সৎ ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা। যেমনটি হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

আবু হুরাইরা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেছেন, "চারটি বিষয়

....

১০. সূরা নূর: ৩২

দেখে নারীকে বিবাহ করা হয়। তার সম্পদের কারণে, তার বংশ মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে, তার দীনদারিতার কারণে। অতএব তুমি দীনদার মেয়ে বিবাহ করে সুখী ও সফল হও, অন্যথায় তুমি ধ্বংস হও।"[১১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

"আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়া একটি সম্পদ। আর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে নেককার সতী নারী।"[১২]

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ فِي الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ مَا نَزَلَ قَالُوا: فَأَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا أَعْلَمُ ذَلِكَ لَكُمْ. قَالَ: فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيرٍ فَأَدْرَكَهُ، وَأَنَا فِي أَثَرِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ: لِيَتَّخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ.

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন সাহাবায়ে কেরাম রাযি. বললেন, তাহলে আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? উমার রাযি. বললেন, আমি তোমাদের পক্ষ থেকে তা জেনে আসছি। অতঃপর তিনি উটে উঠে রওয়ানা হলেন এবং আমি তাঁর পেছনে চললাম। তিনি গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? তিনি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার হৃদয়কে বানায় কৃতজ্ঞতা আদায়কারী, জিহ্বাকে যিকিরকারী এবং

....

১১. সহীহ বুখারী: ৭/৭, হা. নং ৫০৯০ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

১২. সহীহ মুসলিম: ২/১০৯০, হা. নং ১৪৬৭ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

এমন স্ত্রী নির্বাচন করে, যে তাকে আখিরাতের বিষয়ে সাহায্য করবে।"[১৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: يَا مُعَاذُ، قَلْبٌ شَاكِرٌ، وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ، وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ، وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ.

আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয বিন জাবাল রাযি.-কে বললেন, "হে মুআয, কৃতজ্ঞতা আদায়কারী হৃদয়, যিকিরকারী জিহ্বা এবং নেককার স্ত্রী, যে তোমাকে তোমার পার্থিব ও দীনি কাজে সাহায্য করবে– এগুলো মানুষের উপার্জিত সম্পদের মধ্য হতে সবচেয়ে উত্তম।"[১৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবাহ করতে নির্দেশ দিতেন এবং সন্ন্যাসী হওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "তোমরা সোহাগিনী ও অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী নারীদের বিবাহ কর। নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন অন্যান্য নবী থেকে বেশি উম্মতের অধিকারী হবো।"[১৫]

....

১৩. মুসনাদে আহমাদ: ৩৭/১১০, হা. নং ২২৪৩৭ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)
১৪. শুআবুল ঈমান: ৬/২৪৭, হা. নং ৪১১৬ (প্র. মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)
১৫. মুসনাদে আহমাদ: ২০/৬৩, হা. নং ১২৬১৩ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَالِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

উতবা বিন উআইম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কুমারী নারীদের বিবাহ করবে। কেননা তারা মিষ্টভাষী, নির্মল জরায়ুধারী এবং অল্পতেই তুষ্ট।"[১৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَعْذَبُ أَفْوَاهًا، وَأَقَلُّ خِبًّا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ.

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা কুমারী নারীদের বিবাহ করবে। কেননা, তারা নির্মল জরায়ুধারী, মিষ্টভাষী, কম প্রতারণাকারী এবং অল্পতেই তুষ্ট।"[১৭]

অনুরূপভাবে নেককার সতী নারী হলো, মানুষের জীবনের তিনটি সৌভাগ্যের একটি এবং বদকার খারাপ নারী তিনটি দুর্ভাগ্যের একটি। যেমনটি সহীহ হাদীসের বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ:

....

১৬. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১/৫৯৮, হা. নং ১৮৬১ (প্র. দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, বৈরূত)

১৭. আল মু'জামুল আওসাত: ৭/৩৪৪, হা. নং ৭৬৭৭ (প্র. দারুল হারামাইন, কায়রো)

الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ.... وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ.

সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তিনটি জিনিস সৌভাগ্যের এবং তিনটি জিনিস দুর্ভাগ্যের। সৌভাগ্যের একটি হলো, এমন স্ত্রী, যার দর্শন তোমাকে মুগ্ধ করে আর তোমার অনুপস্থিতিতে তুমি তার ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের ব্যাপারে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত থাকবে....। আর দুর্ভাগ্যের একটি হলো, এমন স্ত্রী, যাকে দেখে তোমার মেজাজ খারাপ হয়, সে তোমার উপরে কথা বলে এবং তুমি তার থেকে দূরে গেলে তার ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ কর না।"[১৮]

অনুরূপভাবে যখন কোনো ছেলে কোনো মুসলিম নারীকে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, তখন তাকে ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করবে এবং নিম্নের বিষয়গুলো তার মধ্যে মিলিয়ে দেখে বিবাহ দেবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ছেলে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার চরিত্র ও দীনদারিতার ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তাহলে তোমরা তার কাছে বিবাহ দাও। আর যদি এটি না কর, তাহলে পৃথিবীতে ফেতনা ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।"[১৯]

....

১৮. মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/১৭৫, হা. নং ২৬৮৪ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)
১৯. সুনানে ইবনে মাজাহ: ১/৬৩২, হা. নং ১৯৬৭ (প্র. দারু ইহইয়াইল কুতুবিল

অবশ্যই উল্লিখিত বিষয়গুলো ভালোভাবে যাচাই-বাছাই করবে। এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নেবে। সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করে নেবে এবং খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে সকল তথ্য সংগ্রহ করবে। যাতে করে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয় এবং পরবর্তী সময়ে সংসার না ভাঙে।

একজন নেককার স্বামী ও নেককার স্ত্রী মিলেই গঠিত হয় একটি নেককার সুখী পরিবার। কারণ ভালো ও উত্তম মাটি থেকেই উৎপন্ন হয় ভালো ও উন্নতমানের উত্তম ফসল। আর খারাপ ও নিম্নমানের মাটি থেকে উৎপন্ন হয় নিম্ন ও অনুন্নত ফসল।

আরাবিয়্যা, বৈরূত)
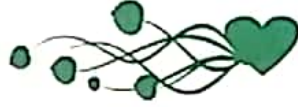
স্ত্রীকে সংশোধনের চেষ্টা করা

স্ত্রী যদি নেককার হয়, তাহলে তো খুবই ভালো। এটা আল্লাহর অনেক বড় রহমত ও অনুগ্রহ। আর যদি সে নেককার ও পরহেজগার না হয়, তাহলে বাড়ির কর্তার কর্তব্য হলো, তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা। আর এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে কয়েকটি কারণে। যথা−

কোনো পুরুষ এমন একজন মেয়েকে বিবাহ করল, যে দীনদার নয়। কারণ সে দীনদারিতার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়নি। হয়তো সে দীনদারিতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক হওয়ার কারণে অথবা সে এটা ভেবে তাকে বিবাহ করেছে যে, বিবাহের পরে তাকে সংশোধন করে নেবে। অথবা তার পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের চাপে পড়ে তাকে বিবাহ করেছে। সুতরাং যে কারণেই হোক অবশ্যই তাকে সংশোধন ও ইসলাহের কাজে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রতিটি পুরুষকে অবশ্যই জানতে হবে যে, হিদায়াত একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসে থাকে এবং তিনিই ইসলাহ ও সংশোধনের মালিক।

যেমন আল্লাহ তাআলা যাকারিয়া আ. এর ওপর অনুগ্রহ করেছিলেন। ইরশাদ হয়েছে−

﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴾

"আর আমি তাঁর জন্য তাঁর স্ত্রীকে সংশোধন করে দিয়েছি।"[২০]

এখানে তার শারীরিক ও দীনি উভয় বিষয়ের সংশোধন ও সুস্থতা উদ্দেশ্য।

....

২০. সূরা আম্বিয়া: ৯০

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَلِدُ فَوَلَدَتْ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ: كَانَ فِي لِسَانِهَا طُولٌ، فَأَصْلَحَهَا اللهُ

ইবনে আব্বাস রাযি., মুজাহিদ রহ. ও সাঈদ বিন জুবাইর রাযি. বলেন, "তিনি ছিলেন বন্ধ্যা, সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করেছেন আর তিনি সন্তান জন্ম দিয়েছেন।" আব্দুর রহমান বিন মাহদী রহ. তালহা বিন আমর সূত্রে আতা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, "তার জিহ্বা লম্বা ছিল। (অর্থাৎ তিনি উঁচু আওয়াজে কথা বলতেন।) অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার এ ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন।"[২১]

স্ত্রীকে সংশোধনের অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। যেমন–

➢ প্রতিটি আমল ও ইবাদত সঠিকভাবে করানোর ব্যাপারে ভালোভাবে গুরুত্ব দেবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

➢ তার ঈমান বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করবে। যেমন–

১. তাকে কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের জন্য উৎসাহিত করবে।

২. কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে যত্ন নেওয়ার তাগিদ দেবে।

৩. প্রতিটি কাজের মাসনূন দুআ, সকাল-সন্ধ্যা ও নামাজের পরের আযকারগুলো আদায়ের ব্যাপারে যত্ন নেওয়ার তাগিদ দেবে।

৪. তাকে সদাকা করার প্রতি উৎসাহিত করবে।

৫. বিভিন্ন উপকারী দীনি ও ইসলামি বই পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

....

২১. তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ ৫/৩২৫ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

৬. ঈমান ও আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদানকারী বিভিন্ন লেকচার ও আলোচনা শুনাবে ও তা শুনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।

৭. তাকে নেককার ও উত্তম সঙ্গী নির্বাচন করে দিতে হবে, যার সাথে সে বসবে, অবসর সময়ে উত্তম উত্তম কথা বলবে এবং একসাথে হাঁটতে বের হবে।

৮. তাকে খারাপ ও অকল্যাণকর বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং এগুলো আসার সকল পথ বন্ধ করে দেবে। তাকে খারাপ মানুষের সাথে মিশতে দেবে না, খারাপ জায়গায় যেতে দেবে না।

ঘরে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করা

ঘরকে আল্লাহর যিকিরের স্থানে পরিণত করা।

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يُذْكَرُ اللهُ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

আবু মূসা রাযি. সূত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় আর যে ঘরে আল্লাহর যিকির হয় না, এই দুই ঘরের উপমা হলো, জীবিত এবং মৃতের মতো।[২২]

সুতরাং অবশ্যই ঘরকে আল্লাহ তাআলার যিকিরের স্থানে পরিণত করতে হবে। হতে পারে এই যিকির মনে মনে বা মুখে উচ্চারণ করে, জোরে জোরে নামাজের মাধ্যমে অথবা কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমে এবং হতে পারে ইলমি আলোচনার মাধ্যমে কিংবা বিভিন্ন ইসলামি বই তা'লীমের মাধ্যমে।

উল্লিখিত হাদীস মতে আল্লাহর যিকির না থাকার কারণে বর্তমানে কত মুসলিম ঘর যে মৃত তার কোনো হিসেব নেই! আর ঐ সকল ঘরের কী অবস্থা- যেখানে আল্লাহর যিকির না হয়ে শয়তানের বাঁশি বাজে, গান-বাজনা হয়, যেখানে গীবত-শেকায়াত, অপবাদ-চোগলখুরি হতে থাকে!

....

২২. সহীহ মুসলিমঃ ১/৫৩৯, হা. নং ৭৭৯ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

ঐ ঘরের কী অবস্থা, যা গুনাহ ও খারাপ কাজে পূর্ণ থকে? যেখানে হারাম মেলামেশা হয়? বেপর্দার সাথে নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশী গায়রে মাহরামদের অবাধ যাতায়াত হয়? যে ঘরের অবস্থা এমন, তাতে ফেরেশতা কীভাবে প্রবেশ করবে! সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে তোমাদের ঘরকে জীবিত করে তুলো।
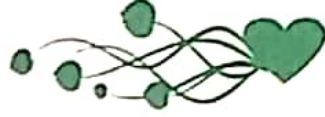
তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলামুখী ও ইবাদতের স্থান বানাও

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

"আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তাঁর ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো কিবলামুখী করে বানাও এবং নামাজ কায়েম কর। আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।"[২৩]

ইমাম তাবারী রহ. বর্ণনা করেন–

حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: {وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً} [يونس: ٨٧] قَالَ: أُمِرُوا أَنْ يَتَّخِذُوهَا مَسَاجِدَ.

"ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন তাদের ঘরগুলোকে মসজিদে পরিণত করে।"[২৪]

....

২৩. সূরা ইউনূসঃ ৮৭

২৪. তাফসীরে তাবারীঃ ১৫/১৭২, হা. নং ১৭৭৯৪ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

وَكَأَنَّ هَذَا وَاللهُ أَعْلَمُ لَمَّا اشْتَدَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ مِنْ قِبَلِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَضَيَّقُوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ [الْبَقَرَةِ: ١٥٣] .وَفِي الْحَدِيثِ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

"আর সম্ভবত এটা তখনকার কথা–আল্লাহ-ই ভালো জানেন–যখন ফেরাউন ও তার কওমের পক্ষ থেকে নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং এরা তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলল, তখন তাদেরকে বেশি বেশি নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [সূরা বাকারা: ১৫৩] সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কোনো সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি নামাজ আদায় করতেন।"[২৫]

এর মাধ্যমেই ঘরে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বুঝা যায়। বিশেষভাবে দুর্বলতার সময় এবং যখন পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়ে যায় যে, মুসলমানগণ কাফেরদের সামনে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে পারে না, তখন ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। আমরা এখানে মারইয়াম আ. এর মেহরাবের কথাও আলোচনা করব, যেটা ছিল তাঁর ইবাদতের স্থান। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا ﴾

"যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তাঁর কাছে আসতেন, তখনই তাঁর সামনে খাবার দেখতে পেতেন।"[২৬]

....

২৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/২৫২ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

২৬. সূরা আলে ইমরান: ৩৭

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ফরয নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ ঘরে আদায় করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন, এ ব্যাপারে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الأَمْطَارُ سَالَ الوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ قَالَ: فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

মাহমুদ বিন রবী আনসারী রহ. বলেন, "বদরী সাহাবী আতবান বিন মালেক রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি চোখে কম দেখি এবং আমি আমার কওমের সাথে নামাজ আদায় করি। কিন্তু যখন বৃষ্টি আসে এবং আমার ও তাদের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকা প্লাবিত হয়, তখন আমি তাদের মসজিদে এসে তাদের সাথে নামাজ আদায় করতে পারি না। হে আল্লাহর রাসূল, তাই আমি আশা করি, আপনি আমার বাড়িতে আসবেন এবং আমার

ঘরে নামাজ আদায় করবেন। তাহলে আমি সেই জায়গাকে নামাজের স্থান বানাব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, 'ইনশাআল্লাহ, আমি অচিরেই এটা করব।' আতবান রাযি. বলেন, পরদিন সকালে যখন সূর্য একটু ওপরে উঠল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযি. আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের আগে কোথাও বসলেন না। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় নামাজ আদায় করলে তুমি খুশি হবে?' তিনি বলেন, আমি আমার ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দাঁড়ালেন এবং তাকবীর দিলেন। অতঃপর আমরাও তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম এবং তিনি দুই রাকআত নামাজ আদায় করে সালাম ফিরালেন।"[২৭]

২৭. সহীহ বুখারী: ১/৯২, হা. নং ৪২৫ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)
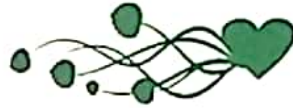
ঘরের লোকদের ঈমানি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَوْتَرَ، قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ.

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি যখন বিতর পড়তেন, তখন বলতেন, "হে আয়েশা, ওঠ এবং বিতর পড়।"[২৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ঐ লোকের ওপর রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও নামাজের জন্য জাগায়। সে উঠতে না চাইলে তার চেহারায় হালকা পানি ছিটিয়ে তাকে জাগ্রত করে। আল্লাহ তাআলা ঐ স্ত্রীর ওপর রহম করুন, যে রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করে এবং তার স্বামীকেও নামাজের জন্য

২৮. সহীহ মুসলিমঃ ১/৫১১, হা. নং ৭৪৪ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

জাগায়। সে উঠতে না চাইলে তার চেহারায় হালকা পানি ছিটিয়ে তাকে জাগ্রত করে।"[২৯]

বাড়িতে মহিলাদের সদাকা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। এর মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছেন, "হে নারী সম্প্রদায়, তোমরা সদাকা কর। কারণ, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই সর্বাধিক।"

দান-সদাকা করার জন্য একটা চমৎকার পদ্ধতি হলো, বাড়িতে অভাবী ও মিসকীনদের জন্য একটা বাক্স রাখবে এবং তাতে প্রতিদিন কিছু কিছু করে জমা করবে। অতঃপর এতে যা কিছু জমা হবে, তার পূর্ণ মালিকানা অভাবী ও মিসকীনদের হয়ে যাবে। কারণ, মুসলিমদের ঘরে এটা তো তাদেরই পাত্র।

পরিবারের সদস্যরা যখন দেখবে, ঘরের কর্তা আইয়ামে বীযের রোজা, সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা, আশুরা ও আরাফার রোজা এবং মহাররম ও শাবান মাসে বেশি বেশি রোজা রাখছে, তখন তাকে অনুসরণ করে তারাও এ সকল রোজা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে।

....

২৯. সুনানে আবু দাউদ: ২/৩৩, হা. নং ১৩০৮ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

ঘর ও পরিবারসংশ্লিষ্ট সকল সুন্নাত ও মাসনূন দুআ পড়া এবং তা যথাযথ গুরুত্বসহকারে আদায় করা

যেমন বাড়িতে প্রবেশের দুআ। সহীহ মুসলিমে এসেছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন যে, "মানুষ যখন ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান (অন্যান্য শয়তানকে উদ্দেশ্য করে) বলে– তোমাদের জন্য রাত কাটানোর কোনো স্থান নেই এবং তোমাদের জন্য রাতের খাবারের কোনো অংশ নেই। আর যখন সে দুআ না পড়ে ঘরে প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলে– তোমরা রাত কাটানোর স্থান পেয়ে গেলে। আর খাবার খাওয়ার সময় যদি দুআ না পড়ে, সে বলে– তোমরা ঘুমানোর স্থান ও রাতের খাবার পেয়ে গেলে।"[৩০]

৩০. সহীহ মুসলিম: ২/১৫৯৮, হা. নং ২০১৮ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ। সুনানে আবু দাউদে এসেছে–

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، قَالَ: يُقَالُ حِينَئِذٍ: هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ، فَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟

আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "কেউ যখন ঘর থেকে বের হওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কু'ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়ে, তখন তাকে বলা হয়– তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছ, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমাকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং শয়তান তার থেকে দূরে সরে যায়। তখন অন্য শয়তান তাকে বলে– কীভাবে তুমি এমন লোকের ক্ষতি করবে, যাকে হিদায়াত দেওয়া হয়েছে, যার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে এবং যাকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে?"[৩১]

মিসওয়াক করা। সহীহ মুসলিমে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।"[৩২]

....

৩১. সুনানে আবু দাউদ: ৪/৩২৫, হা. নং ৫০৯৫ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

৩২. সহীহ মুসলিম: ১/২২০, হা. নং ২৫৩ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি,

ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য নিয়মিত সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা

এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। এখানে তার কয়েকটা উল্লেখ করছি।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরস্থান বানিও না। নিশ্চয় শয়তান ঐ ঘর থেকে পলায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়।"[৩৩]

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

বৈরূত)

৩৩. সহীহ মুসলিম: ১/৫৩৯, হা. নং ৭৮০ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরে সূরা বাকারা পড়। কারণ, শয়তান ঐ ঘরে প্রবেশ করতে পারে না, যে ঘরে সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়।"[৩৪]

ঘরের মধ্যে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করার ফযীলত অনেক এবং তার প্রভাব ব্যাপক। যেমন মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، فَأَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ، فَخَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا الشَّيْطَانُ.

নুমান বিন বাশীর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আসমান-জমিন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে কিতাব লিপিবদ্ধ করেছেন, যা আরশের নিকট রেখেছেন। আর তিনি তা থেকে দুটি আয়াত নাযিল করেছেন, যে দুটি আয়াতের মাধ্যমে সূরা বাকারা শেষ করা হয়। যে ঘরে তিন রাত উক্ত দুই আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, শয়তান সে ঘরের নিকটবর্তী হতে পারে না।"[৩৫]

৩৪. মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৭৪৯, হা. নং ২০৬৩ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)
৩৫. মুসনাদে আহমাদ: ৩০/৩৬৩, হা. নং ১৮৪১৪ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

ঘরে শরয়ী ইলম চর্চা করা

ঘরের লোকদের ইলম শিক্ষা দেওয়া

গৃহকর্তাকে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করে অবশ্যই এ ফরযটি আদায় করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তারা তাই করে।"[৩৬]

এই আয়াতের প্রকৃত দাবি হলো, পরিবারের লোকদের ইলমে দীন শিক্ষা দেওয়া। সঠিক তরবিয়তের মাধ্যমে তাদেরকে গড়ে তোলা এবং তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

প্রিয় পাঠক, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় পরিবারের কর্তার দায়িত্ব সম্পর্কে মুফাসসিরগণ যা বলেছেন, এখানে তার কিছু তুলে ধরছি।

....

৩৬. সূরা তাহরীম: ৬

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বর্ণনা করেন–

وَقَالَ قَتَادَةُ تَأْمُرُهُمْ بِطَاعَةِ اللهِ وَتَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ وَأَنْ تَقُوْمَ عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ اللهِ وَتَأْمُرُهُمْ بِهِ وُتَسَاعِدُهُمْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتَ لِلّٰهِ مَعْصِيَةً رَدَعْتَهُمْ عَنْهَا وَزَجَرْتَهُمْ عَنْهَا، وَهَكَذَا قَالَ الضَّحَّاكُ وَمُقَاتِلٌ: حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُعَلِّمَ أَهْلَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ وَإِمَائِهِ وَعَبِيدِهِ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَمَا نَهَاهُمُ اللهُ عَنْهُ.

"কাতাদা রহ. বলেন, তুমি তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য করতে আদেশ করবে এবং তাঁর অবাধ্য হওয়া থেকে বাধা প্রদান করবে। আল্লাহ তাআলার আদেশের ব্যাপারে তাদের প্রতি যত্নবান হবে, তাদেরকে তা পালন করতে আদেশ করবে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করবে। যাহহাক এবং মুকাতিল রহ. এমনই বলেছেন যে, মুসলমানের দায়িত্ব হলো, পরিবারের নিকটাত্মীয়, অধীনস্থ দাস-দাসী ও কাজের লোকদেরকে আল্লাহর আদেশ-নিষেধসংক্রান্ত ফরয ইলম শিক্ষা দেওয়া।"[৩৭]

ইমাম বাইহাকী রহ. বর্ণনা করেন–

وَبِإِسْنَادِهِ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّا، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ.

"আলী রাযি. বলেন, তোমরা তাদেরকে ইলমে দীন ও শিষ্টাচার শিক্ষা দাও।"[৩৮]

....

৩৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৮/১৮৮-১৮৯ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)
৩৮. শুআবুল ঈমান: ১১/১২৭, হা. নং ৮২৮১ (প্র. মাকতাবাতুর রুশদ, রিয়াদ)

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন–

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَلَيْنَا تَعْلِيمَ أَوْلَادِنَا وَأَهْلِينَا الدِّينَ وَالْخَيْرَ وَمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ مِنَ الْآدَابِ.

"এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আমাদের ওপর আমাদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনদের কল্যাণকর ইলম ও প্রয়োজনীয় শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক।"[৩৯]

একবার ভেবে দেখ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে দাস-দাসীদের ইলম শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আদেশ করেছেন, সেখানে তোমার স্বাধীন সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনদেরকে ইলম শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব কতটুকু?

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ গ্রন্থে 'মানুষ স্বীয় দাস-দাসী ও পরিবারের লোকদের ইলম শিক্ষা দেওয়া' নামক অধ্যায়ে একটি হাদীস এনেছেন–

قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ:.... وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

আবু বুরদা রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। .....আরেকজন হলো– ঐ লোক, যার একজন দাসী রয়েছে। সে তাকে উত্তম শিষ্টাচার ও উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করল। অতঃপর তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজে বিবাহ করল। তাহলে সে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।"[৪০]

....

৩৯. আহকামুল কুরআন: ৩/৬২৪ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

৪০. সহীহ বুখারী: ১/৩১, হা. নং ৯৭ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

হাদীসটির ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন—

مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ فِي الْأَمَةِ بِالنَّصِّ وَفِي الْأَهْلِ بِالْقِيَاسِ إِذْ الِاعْتِنَاءُ بِالْأَهْلِ الْحَرَائِرِ فِي تَعْلِيمِ فَرَائِضِ اللهِ وَسُنَنِ رَسُولِهِ آكَدُ مِنَ الِاعْتِنَاءِ بِالْإِمَاءِ.

এই হাদীসের শিরোনাম তথা 'মানুষ স্বীয় দাস-দাসী ও পরিবারের লোকদের ইলম শিক্ষা দেওয়া' এবং মূল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হবে যে, এখানে দাস-দাসীর ব্যাপারটা সরাসরি হাদীসের নস তথা মূল শব্দের মধ্যে এসেছে। আর পরিবারের লোকদের কথা কিয়াসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। কারণ, দাস-দাসীদের শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে পরিবারের স্বাধীন লোকদের ফরয ও সুন্নাত ইলম শিক্ষা দেওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি।[৪১]

মানুষ তার দায়িত্ব ও কাজের ব্যস্ততার কারণে পরিবারের লোকদের শিক্ষার ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন থাকে। এর সমাধান এভাবে হতে পারে যে, সে সপ্তাহে বা মাসে একটি দিন নির্ধারণ করে রাখবে, যেদিন পরিবারের লোকদের শিক্ষা-দীক্ষার কাজে সময় ব্যয় করবে। এমনও হতে পারে যে, ঐ দিনটিতে তার নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদেরও ইলম শিখাবে। ঐ দিনে অবশ্যই সে নিজে উপস্থিত হবে এবং পরিবারের সকলের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করে দেবে।

এ বিষয়ে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল পেশ করছি।

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারীতে 'মহিলাদের ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য কি স্বতন্ত্র কোনো দিন নির্ধারণ করা হবে?' নামে একটি অধ্যায় কায়েম করে নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন—

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

....

৪১. ফাতহুল বারী: ১/১৯০ (প্র. দারুল মারিফা, বৈরূত)

غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرِّجَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ.

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত যে, "কতিপয় মহিলা সাহাবী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, পুরুষরা আপনার ক্ষেত্রে আমাদেরকে পরাজিত করেছে (অর্থাৎ পুরুষরা আপনার কাছ থেকে ইলম শিক্ষার সুযোগ বেশি পাচ্ছে।) অতএব আপনি আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একটি দিন নির্ধারণ করুন। তখন তিনি একটি নির্দিষ্ট দিনে তাদের নিকট আসার অঙ্গীকার করলেন। অতঃপর তিনি (নির্দিষ্ট দিনে) তাদেরকে নসীহত করেছেন এবং আদেশ দিয়েছেন।"[৪২]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন–

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ فَأَتَاهُنَّ فَحَدَّثَهُنَّ.

"আর সুহাইল বিন সালেহ রহ. স্বীয় পিতা সূত্রে আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত ঘটনাটি এভাবে এসেছে, তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, 'তোমরা অমুক মহিলার ঘরে একত্র হবে। অতঃপর তিনি তাদের নিকট আসলেন এবং তাদেরকে নসীহত করলেন'।"[৪৩]

এই হাদীস থেকে নারী সাহাবীদের ইলম শিক্ষার আগ্রহের বিষয় এবং মহিলাদের ঘরের ভেতরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার গুরুত্বের বিষয়টি বুঝে আসে। পাশাপাশি এ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, দাঈ এবং পরিবারের অভিভাবকদের জন্য নারীদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা ও তাদেরকেই শুধু গুরুত্ব দেওয়া অনেক বড় একটি সমস্যা ও সংকীর্ণতা।

....

৪২. সহীহ বুখারী: ১/৩২, হা. নং ১০১ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

৪৩. ফাতহুল বারী: ১/১৯৬ (প্র. দারুল মারিফা, বৈরূত)

অনেকে বলে যে, ঠিক আছে, আমরা আমাদের পরিবারের লোকদের শিক্ষার জন্য একটি দিন নির্ধারণ করলাম। কিন্তু আমরা তাদের কী শিখাব, কীভাবে শিখাব এবং তাদের শিক্ষাটা কীভাবে শুরু করব?

প্রিয় পাঠক, এ বিষয়ে আমি আপনাদের একটা প্রস্তাব দেব। সাধারণভাবে পরিবারের সকল লোকের এবং বিশেষভাবে নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যা খুব সহজ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি পদ্ধতি হবে বলে আশা করি।

- আল্লামা ইবনে সাদী রহ. রচিত 'তাইসীরুল কারীমির রাহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান' নামক তাফসীর গ্রন্থ থেকে পরিবারের লোকদের সামনে ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি আয়াত পাঠ করতে পারেন।

- রিয়াযুস সালেহীনের হাদীসগুলোকে তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকা, ফায়দা ও নসীহতগুলো-সহকারে নিয়মিত তা'লীম করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে 'নুজহাতুল মুত্তাকীন' নামক কিতাবটিও দেখতে পারেন।

- আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান রহ. এর 'হুসনুল উসওয়াতি বিমা সাবাতা আনিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী ফিন নিসওয়াতি' নামক কিতাবটি পড়বেন।

- সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মহিলাদের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফিকহি মাসআলাও শিক্ষা দেবেন। যেমন, পবিত্রতার হুকুম-আহকাম, ঋতুস্রাবের মাসআলা, নামাজ, সিয়াম, হজ, যাকাতের মাসআলা, খাবার-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার বিধিবিধান, নবীদের স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ, মাহরাম ও গাইরে মাহরামের হুকুম, গান শোনা ও ছবি আঁকা ইত্যাদি মাসআলাগুলো নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে শিক্ষা দেওয়া। পাশাপাশি তারা বিজ্ঞ আলেমদের ফতোয়া; যেমন শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায রহ. এর 'মাজমূউল ফাতাওয়া' অনুরূপভাবে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন রহ. এর 'মাজমূউল ফাতাওয়া' এবং আরও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য আলেমের ফতোয়া থেকে মাসআলা গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে তাদের লিখিত কিতাবও পড়তে পারে, আবার তাদের

রেকর্ড করা বয়ানও শুনতে পারে।

মহিলাদের ও পরিবারের অন্য সদস্যদের শিক্ষার রুটিন হবে বই অধ্যয়ন এবং নির্ভরযোগ্য আলেম ও তালেবে ইলমদের লেকচার শোনার মাধ্যমে। কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত শুনানোর মাধ্যমে এবং কখনো কখনো তাদের নিয়ে ইসলামি বই মেলাগুলোতে যাওয়া ও বই কিনে তাদের হাদিয়া দেওয়া। তবে এ ক্ষেত্রে মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার শরয়ী বিধানগুলো পরিপূর্ণভাবে মেনে তারপর যেতে হবে।
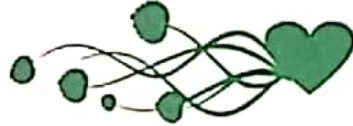
বাড়িতে ইসলামি বইয়ের একটা লাইব্রেরি তৈরি করা

এটা পরিবারের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করবে। দীনের ফিকহ অর্জনের ক্ষেত্র তৈরি করবে এবং শরয়ী বিধিবিধান মেনে চলার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। বাড়িতে ইসলামি লাইব্রেরি করার ক্ষেত্রে এটা জরুরি নয় যে, লাইব্রেরি বড় হতে হবে এবং তাতে প্রচুর বই থাকতে হবে; বরং লক্ষণীয় বিষয় হলো, তাতে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলো জমা করা। সেগুলোকে একটি সুন্দর ও সহজ জায়গায় রাখা; যেন পরিবারের লোকেরা এবং পাঠকবর্গ খুব সহজেই কিতাব নিতে পারে।

বাড়ি ও ঘরের ভেতর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে রাখা। একটি সুন্দর ও উপযুক্ত জায়গায় কিতাব রাখা; যেমন শয়নকক্ষে বা মেহমানখানায়। যাতে এটা বারবার বই পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

একটি পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি করতে হলে আবশ্যই আপনাকে বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ করতে হবে। যা থেকে ফিকহি মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে যেমন সাহায্য নেওয়া যাবে, তেমনি স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলে-মেয়েরাও উপকৃত হতে পারবে। অর্থাৎ বড়দের বইও সংগ্রহ করবে, ছোটদের বইও সংগ্রহ করবে। মহিলাদের বইও সংগ্রহ করবে আবার পুরুষদের বইও সংগ্রহ করবে। এককথায় নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবশ্রেণির মানুষের জন্য উপযুক্ত বই সংগ্রহ করবে। কিছু বই থাকবে মেহমান এলে তাদের হাদিয়া দেওয়ার জন্য এবং বাড়িতে কোনো আগন্তুক আসলে তাদের পড়তে দেওয়ার উপযোগী কিছু বইও থাকবে। আর বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সুন্দর ছাপা ও উন্নত বাইণ্ডিংয়ের বই বাছাই করবে। বই সংগ্রহের ক্ষেত্রে বই সম্পর্কে জানাশোনা আছে এমন অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে বিভিন্ন বইমেলা থেকে বই সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

লাইব্রেরিতে বই রাখার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু অনুযায়ী বই রাখবে। যেমন আলমারির এক পার্শ্বে তাফসীর, এক পার্শ্বে ফিকহ, এক পার্শ্বে হাদীসের বই; এভাবে প্রতিটি বিষয়ের বই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রেখে লাইব্রেরি সাজাবে। বই খোঁজার ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য বিষয়বস্তু অনুযায়ী একটা লিস্ট টানিয়ে দেবে।

পারিবারিক লাইব্রেরি করার জন্য আমার কাছে অনেকেই ইসলামিক বইয়ের লিস্ট জানতে চায়। প্রিয় পাঠক, এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি বইয়ের লিস্ট দেওয়া হলো।

তাফসীর: 'তাফসীরে ইবনে কাসীর', 'তাফসীরে ইবনে সাদী', আশকারী রহ. এর 'যুবদাতুত তাফসীর', ইবনুল কায়্যিম রহ. এর 'বাদাইউত তাফসীর', ইবনে উসাইমীন রহ. এর 'উসূলুত তাফসীর', মুহাম্মাদ সাব্বাগ রহ. এর 'উলূমুল কুরআন'।

হাদীস: 'সহীহ কালিমাতুত তায়্যিব', 'আমালুল মুসলিম ফিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ', অথবা 'আস সহীহুল মুসনাদ মিন আযকারিল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ', 'রিয়াযুস সালেহীন' এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নুজহাতুল মুত্তাকীন', যুবাইদী রহ. এর 'মুখতাসারু সহীহিল বুখারী', মুনযিরী রহ. এর 'মুখতাসারু সহীহি মুসলিম', 'সহীহ জামিউস সাগীর' এবং 'যঈফ জামিউস সাগীর', 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব', 'আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী', নাযেম সুলতান রচিত 'কাওয়ায়েদ ওয়াল ফাওয়ায়েদ মিনাল আরবাইনান নাবাবিয়্যাহ'।

আকায়েদ: 'ফাতহুল মাজীদ', 'আলামুস সুন্নাতিল মানসূরাহ', 'শারহুল আকিদাতিত তাহাবী', উমার সুলাইমান রচিত 'সিলসিলাতুল আকীদা', ড. ইউসুফ ওয়াবিল রচিত 'আশরাতুস সা'আ'।

ফিকহ: ইবনে যাওবানের 'মানারুস সাবীল', 'যাদুল মাআদ', ইবনে কুদামা রচিত 'আল মুগনী', 'ফিকহুস সুন্নাহ', সালেহ ফাওযান রচিত 'আল মুলাখখাসুল ফিকহী', শাইখ বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন ও শাইখ আব্দুলুল্লাহ বিন জিবরীন রহ. এর 'মাজমুআতু

ফাতওয়াল উলামা', শাইখ বিন বায ও শাইখ আলবানী রহ. রচিত 'সিফাতু সালাতিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'।

আখলাক ও তাযকিয়াতুন নাফসঃ 'তাহযীবু মাদারিজিস সালেকীন', 'আল ফাওয়ায়েদ', 'আল জাওয়াবুল কাফী', 'তরীকুল হিজরাতাইন', 'বাবুস সাআদাতাইন', 'আল ওয়াবিলুস সাইব', ইবনুল কায়্যিম রহ. রচিত 'রাফিউল কালিমিত তায়্যিব', ইবনে রজব রহ. রচিত 'লাতাইফুল মাআরিফ', 'তাহযীবু মাউইযাতিল মুমিনীন', 'গিযাউল আলবাব'।

ইতিহাসঃ ইবনে কাসীর রহ. রচিত 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া', 'সিয়ারু আলামিন নুবালা', ইবনে আরাবী রচিত 'আল আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম', মুবারকপুরী রহ. রচিত 'আর রাহীকুল মাখতূম', আকরাম উমারী রচিত 'আল মুজতামাউল মাদানী', মুহাম্মাদ বিন সামেল সালামী রহ. রচিত 'মানহাজু কিতাবাতিত তারীখিল ইসলামি'।

এ ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে রচিত আরও অনেক উপকারী কিতাব রয়েছে। যেমন–

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ., শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসির সাদী রহ., শাইখ উমার বিন সুলাইমান আশকার রহ., শাইখ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বিন ইসমাঈল রহ., উস্তায মুহাম্মাদ হাসান রহ., শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ রহ., এর কিতাবসমূহ। এ ছাড়া অন্তর বিগলিত হওয়ার জন্য উস্তায হাসান আওয়াইশা রহ. এর কিতাবসমূহ, মুহাম্মাদ বিন নাঈম ইয়াসীন রহ. রচিত 'কিতাবুল ঈমান', শাইখ মুহাম্মাদ সাঈদ কাহতানী রহ. রচিত 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা', শাইখ আলী বিন বখীত যাহরানী রহ. রচিত 'আল ইনহিরাফাতুল আকদিয়্যাহ ফিল কারনিস সানিয়া আশারা ওয়াস সালিসা আশারা', শাইখ আব্দুল্লাহ শাবানা রহ. রচিত 'আল মুসলিমূনা ওয়া যাহিরাতুল হাযীমাহ', শাইখ মুস্তাফা সাবায়ী রহ. রচিত 'আল মারআতু বাইনাল ফিকহি ওয়াল কানূন', শাইখ মারওয়ান কাজাক রচিত 'আল উসরাতুল মুসলিমাহ আমামাল ফীদিও ওয়াত তালীফাযিয়ূন', শাইখ আহমাদ আবু বাতেন রচিত 'আল মারআতুল মুসলিমাহ ই'দাদাতুহা ওয়া মাসউলিয়্যাতুহা', শাইখ আদনান বাহারিস রহ. রচিত 'আল আবুল

মুসলিমু ফী তারবিয়াতি অলাদিহী', শাইখ আহমাদ বারাযী রহ. রচিত 'হিজাবুল মুসলিমাহ', শাইখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ গরীব রহ. রচিত 'ওয়া জাআ দাওরুল মাজূস', শাইখ আবু বকর যায়েদ রহ. এর কিতাবসমূহ এবং শাইখ মাশহূর হাসান সালমান রহ. এর আলোচনাগুলো।

আমি শুধু উপমাস্বরূপ কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত বলতে গেলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। সুতরাং কিতাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের জন্য পরামর্শ ও ভালোভাবে বিবেচনা করা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের বুঝ দান করেন।
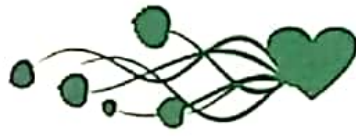
ঘরে অডিও লাইব্রেরি তৈরি করা

বাড়িতে টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে ভালো কাজও করা সম্ভব আবার খারাপ কাজও করা সম্ভব। সুতরাং আমরা কীভাবে তার ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি?

এই বিষয়টা বাস্তবায়ন করার মাধ্যম হলো, ঘরে একটি অডিও লাইব্রেরি তৈরি করা। যাতে ভালো ভালো ইসলামি বিষয়; যেমন উলামায়ে কেরামের ওয়ায-নসীহত, আলোচকদের বয়ান-বক্তৃতা, কারীদের কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির ক্যাসেট সংগ্রহ করবে।

বিভিন্ন কারীদের তিলাওয়াত বিশেষভাবে কারও কারও তারাবীহ'র চমৎকার তিলাওয়াত শুনলে দিল ঠাণ্ডা হয়ে যায়, হৃদয় পুলকিত হয় এবং আল্লাহর স্মরণে মন প্লাবিত হয়। আর এ সকল তিলাওয়াত পরিবারে অনেক প্রভাব ফেলে। তিলাওয়াত শোনার সময় অর্থের দিকে লক্ষ করলে মন প্রভাবিত হয়। শুধু তিলাওয়াত শোনার মধ্যেও অনেক ফায়দা রয়েছে। বারবার শোনার মাধ্যমে কুরআন মুখস্তও হয়ে যাবে এবং কুরআন তিলাওয়াত শুনতে শুনতে একসময় গান-বাজনা ও হারাম জিনিস শোনার প্রতি মন আর আগ্রহ দেখাবে না। কারণ, কুরআন হলো নূর। আর এই নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করবে, তখন সে আর শয়তানের বাঁশিকে গ্রহণ করবে না।

ঘরে পরিবারে চলতে গেলে দৈনিক বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সেগুলো জানার জন্য নির্ভরযোগ্য আলেমদের ফতোয়ার রেকর্ড শুনবে।

ফতোয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবশ্যই লক্ষ করতে হবে যে, সে কোথা থেকে তা গ্রহণ করছে? কারণ, এটা হলো দীন। সুতরাং তোমরা

কার কাছ থেকে দীন গ্রহণ করছ, তার প্রতি লক্ষ কর। তোমার দীন গ্রহণটা যেন হয় মুত্তাকি পরহেযগার হক্কানি আলেম থেকে, যিনি সহীহ হাদীস ও কুরআনের ওপর নির্ভর করে কথা বলেন। যার মধ্যে মাযহাবি গোঁড়ামি নেই; বরং তিনি মধ্যমপন্থী মাযহাব গ্রহণ করেন। কোনো ধরনের কঠোরতাও করেন না আবার একেবারে ছাড়ও দেন না। যিনি দলীলভিত্তিক কথা বলেন।

আর এমন লেকচারারদের লেকচার শুনবে, যারা উম্মাহর চেতনাকে জাগ্রত করার কাজ করেন, দলীলভিত্তিক কথা বলেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন এবং মুসলিম পরিবারে আদর্শ ব্যক্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাজারে ক্যাসেট অনেক এবং লেকচারারও অনেক, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানকে কিছু নিদর্শন জানতে হবে, যার মাধ্যমে সে সহীহ লেকচারারকে চিনতে পারবে। তার ক্যাসেট শুনতে আগ্রহী হবে এবং তা শুনে প্রশান্তি লাভ করবে। নিদর্শনগুলো হলো–

- লেকচারারকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র অনুসারী হতে হবে। বিদআতমুক্ত সুন্নাতের অনুসারী হতে হবে। বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়িমুক্ত মধ্যমপন্থী হতে হবে।

- যিনি দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেন না; বরং সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে কথা বলেন।

- যিনি মানুষের অবস্থা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখেন। উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন। সঠিক রোগ নির্ণয় করে সঠিক ঔষধটি প্রয়োগ করেন এবং মানুষের প্রয়োজনকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন।

- যিনি সর্বদা হক কথা বলেন। মানুষের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দেন না। হক কথা বলতে কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরোয়া করেন না।

ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সুন্দর সুন্দর তিলাওয়াত, ইসলামি সঙ্গীত, সকাল-সন্ধ্যার আযকার এবং ইসলামি শিষ্টাচার নিয়ে তৈরি অনেক ক্যাসেট আছে, যা অন্তরে অনেক প্রভাব ফেলে।

ক্যাসেটগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখবে, যাতে করে খুব সহজেই খুঁজে বের করা যায়। ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে তা নষ্ট না হয়। এবং তা বাচ্চা শিশুদের থেকে দূরে রাখতে হবে, যাতে তারা তার নাগাল না পায়। আমরা ক্যাসেটগুলো শুনে অন্যকেও শোনার জন্য হাদিয়া দেবো। রান্নাঘরে, শোয়ার ঘরে এবং মেহমানখানায় একটি করে টেপরেকর্ডার রাখা যেতে পারে, যাতে করে রান্নার সময় মহিলারা শুনতে পারে, ঘুমের আগে শুনে শুনে ঘুমাতে পারে, যাতে একটি মুহূর্তও নষ্ট না হয়; বরং প্রতিটি মুহূর্ত থেকেই উপকৃত হওয়া যায়।
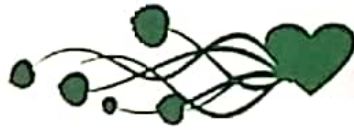
মাঝে মাঝে নেককার আলেম ও তালিবুল ইলমদের দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে আসা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾

"হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে- তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে ক্ষমা করুন। আর জালিমদের ধ্বংস কেবল বৃদ্ধিই করুন।"[৪৪]

ঘরে ঈমানদারদের প্রবেশের মাধ্যমে ঘরের নূর বৃদ্ধি পায়। তাদের কথা শোনা এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমে অনেক ফায়দা হয়। যেমন সুগন্ধি বিক্রেতা তোমাকে একটু সুগন্ধি দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিছু সুগন্ধি কিনে নেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে উত্তম ঘ্রাণ নিতে পারবে। সন্তানাদি, ভাই ও বাপ-দাদাদের এবং পর্দার ভেতরে মহিলাদের একত্র করে বয়ান শুনালে সকলেরই অনেক ফায়দা হবে। এ ছাড়া যখন তুমি ঘরে ভালো ও উত্তম লোকদের প্রবেশ করাবে, তখন মন্দ ও খারাপ লোকদের প্রবেশ এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।

৪৪. সূরা নূহ: ২৮

ঘর ও পরিবারের শরয়ী বিধি বিধানগুলো শিক্ষা করা

যেমন–

ক. ঘরে নামাজ আদায় করা।

- পুরুষের জন্য ঘরে নামাজের বিধান। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ... فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ.

যায়েদ বিন সাবেত রাযি. থেকে বর্ণিত.... অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "আমি তোমাদের কর্মের ব্যাপারে অবগত আছি। অতএব হে লোকসকল, তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় কর। কেননা, পুরুষের সর্বোত্তম নামাজ হলো, ফরয নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ ঘরে আদায় করা।"[৪৫]

ফরয নামাজ মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব। তবে ওযরবশত ঘরে আদায় করতে পারবে।

- মহিলার নামাজের হুকুম। তার নামাজের স্থান যত নির্জন ও ঘরের গোপন কামরায় হবে তত উত্তম। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

....

৪৫. সহীহ বুখারী: ১/১৪৭, হা. নং ৭৩১ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ.

উম্মে সালামা রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মহিলাদের সর্বোত্তম মসজিদ হলো তাদের ঘরের অভ্যন্তর।"[৪৬]

- অনুমতি ব্যতীত কেউ অন্যের ঘরে নামাজের ইমামতি করবে না এবং গৃহকর্তার নির্দিষ্ট আসনে বসবে না। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:.... وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন..... "অনুমতি ব্যতীত কারও কর্তৃত্বের স্থানে যেন অন্য কেউ ইমামতি না করে এবং তার সম্মানের আসনে না বসে।"[৪৭]

অর্থাৎ অন্যের মালিকানাধীন বা কর্তৃত্বাধীন স্থানে কেউ তার চেয়ে বড় কারী হলেও অনুমতি ব্যতীত ইমামতির জন্য সামনে যাবে না। যেমন বাড়ির মালিকের সামনে তার বাড়িতে এবং মসজিদের নির্দিষ্ট ইমামের সামনে মসজিদে। অনুরূপভাবে কারও নির্দিষ্ট আসনে বা খাটে তার অনুমতি ব্যতীত বসা জায়েয নেই।

খ. অনুমতি চাওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

....

৪৬. মুসনাদে আহমাদ: ৪৪/১৬৪, হা. নং ২৬৫৪২ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

৪৭. সহীহ মুসলিম: ১/৪৬৫, হা. নং ৬৭৩ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না আলাপ-পরিচয় কর এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহলে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ কোরো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা কর, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।"[৪৮]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾

"আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে।"[৪৯]

- খালি ঘরে অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা জায়েয আছে। যদি তাতে প্রবেশকারীর কোনো আসবাবপত্র থাকে। যেমন মেহমানের জন্য নির্ধারিত ঘর। আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾

"যে গৃহে কেউ বাস করে না, যাতে তোমাদের সামগ্রী আছে এমন গৃহে প্রবেশ করাতে তোমাদের কোনো পাপ নেই। আর আল্লাহ

....

৪৮. সূরা নূর: ২৭-২৮

৪৯. সূরা বাকারা: ১৮৯

জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর এবং যা গোপন কর।"[৫০]

- বন্ধুবান্ধব ও নিকটাত্মীয় যদি কিছু মনে না করে এবং তাদের ঘরের চাবি যদি তার কাছে থাকে, তাহলে অনুমতি ব্যতীত তাদের ঘর থেকে খাওয়া-দাওয়া জায়েয আছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

"অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং দোষ নেই তোমাদের নিজেদের জন্যও যে, তোমরা আহার করবে তোমাদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতাদের গৃহে অথবা তোমাদের মাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভ্রাতাদের গৃহে অথবা তোমাদের ভগ্নীদের গৃহে অথবা তোমাদের পিতৃ ব্যদের গৃহে অথবা তোমাদের ফুফুদের গৃহে অথবা তোমাদের মামাদের গৃহে অথবা তোমাদের খালাদের গৃহে অথবা সেই গৃহে, যার চাবি আছে তোমাদের হাতে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে। তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথকভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের কোনো দোষ নেই। অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা

....

৫০. সূরা নূর: ২৯

আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ননা করেন, যাতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার।"[৫১]

- পিতা-মাতার ঘরে সন্তানদের জন্য এবং মনিবের ঘরে খাদেম বা দাস-দাসীর জন্য নির্দিষ্ট ঘুমের সময় যেমন ইশার পর, ফজরের আগে, দুপুরে বিশ্রামের সময়; এ ছাড়াও যদি নির্দিষ্ট কোনো ঘুমের সময় থাকে, সে সময় অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ। কারণ, এতে অনাকাঙ্খিতভাবে দৃষ্টিকটু কিছুর দিকে দৃষ্টি পড়ে যেতে পারে। এসময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে অনুমতি ব্যতীত তাদের প্রবেশ জায়েয আছে। কারণ, সেখানে তাদের বারবার প্রবেশ করতে হয়। আর প্রত্যেকবারে নতুন করে অনুমতি নেওয়া কঠিন। আর এই সময়ে যদি তাদের কোনো অনাকাঙ্খিত বিষয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়, তাহলে তা ক্ষমা করা হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি, তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাজের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং ইশার নামাজের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও

....

৫১. সূরা নূর: ৬১

তাদের জন্য কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।"[৫২]

- অনুমতি ব্যতীত কারও ঘরের ভেতরে উঁকি দেওয়া হারাম।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَفَقَئُوا عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেউ যদি অনুমতি ব্যতীত কোনো সম্প্রদায়ের লোকদের ঘরে উঁকি দেয়, আর তারা তার চোখ উপড়ে ফেলে, তাহলে তার কোনো দিয়ত ও কিসাস নেই।"[৫৩]

- রজয়ী তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতের সময়ে তার ঘর থেকে বের হবে না এবং তাকে বের করে দেওয়াও যাবে না। সাথে তার ভরণপোষণও বহন করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴾

"হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও, তখন তাদেরকে ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রেখে তালাক দিও এবং ইদ্দত গণনা কর। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় কর। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার কোরো না এবং তারাও

....

৫২. সূরা নূর: ৫৮

৫৩. মুসনাদে আহমাদ: ১৪/৫৪৫, হা. নং ৮৯৯৭, (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

যেন বের না হয়, যদি না তারা কোনো সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না, হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর নতুন কোনো উপায় করে দেবেন।"[৫৪]

- অবাধ্য স্ত্রীকে ঘরের ভেতরে শয্যাত্যাগ এবং ঘরের বাইরে পরিত্যাগ করে রাখা যাবে। তাকে ঘরের ভেতরে পরিত্যাগ করার দলীল, আল্লাহ তাআলার বাণী–

﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾

"তাদের শয্যা ত্যাগ কর।"[৫৫]

আর ঘরের বাইরে পরিত্যাগ করে রাখার দলীল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদেরকে ঘরে রেখে তাদের ঘরের বাইরে ওপরের কামরায় একাকী অবস্থান করেন। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

আনাস বিন মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা করলেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিল। তখন তিনি ওপরের কামরায় ঊনত্রিশ রাত অবস্থান করেন। এরপর তিনি নেমে আসলে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো একমাসের জন্য ঈলা করেছিলেন! তিনি বললেন, 'মাস ঊনত্রিশ দিনেও হয়ে থাকে'।"[৫৬]

....

৫৪. সূরা তালাক: ০১

৫৫. সূরা নিসা: ৩৪

৫৬. সহীহ বুখারী: ৩/২৭, হা. নং ১৯১১ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

- বাড়িতে কখনো একাকী ঘুমাবে না।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ.

ইবনে উমার রাযি. থেকে বর্ণিত, "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে একাকী বাড়িতে রাত কাটাতে এবং একাকী সফরে যেতে নিষেধ করেছেন।"[৫৭]

একাকিত্ব নিষেধ হওয়ার কারণ হলো, তার ওপর শত্রু বা চোর আক্রমণ করতে পারে এবং সে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তখন তার সাথে একজন সঙ্গী থাকলে শত্রু ও চোরের হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে এবং অসুস্থতার সময় তার সেবা-যত্ন করতে পারবে।

- পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় রেলিংবিহীন ছাদের ওপর রাতে ঘুমাবে না।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي ابْنَ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ.

আলী বিন শাইবান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে রেলিংবিহীন ছাদে ঘুমায় তার থেকে নিরাপত্তা উঠে যায়।"[৫৮]

এর কারণ হলো, মানুষ ঘুমের মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করে। যখন ছাদে কোনো রেলিং অথবা পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য প্রতিবন্ধক অন্য কিছু না থাকে আর সে ছাদ থেকে পড়ে মরে যায়, তখন তার মৃত্যুর জন্য কেউই দায়ী থাকবে না। সে সময় তার নিরাপত্তা উঠে যায়। কারণ, সে আসবাব

....

৫৭. মুসনাদে আহমাদ: ৯/৪৬৬, হা. নং ৫৬৫০ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)
৫৮. সুনানে আবু দাউদ: ৪/৩১০, হা. নং ৫০৪১ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

গ্রহণ করার ব্যাপারে অবহেলা করার কারণে তার মৃত্যুর জন্য সে নিজেই দায়ী।

- ঘরের বিড়াল যখন কোনো পাত্রে মুখ দেবে অথবা পাত্র থেকে কিছু পান করবে, তখন পাত্র ও পাত্রে থাকা খাবার অপবিত্র হবে না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: وُضِعَ لَهُ وَضُوءٌ فَوَلَغَ فِيهِ السِّنَّوْرُ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فَقَالُوا: يَا أَبَا قَتَادَةَ قَدْ وَلَغَ فِيهِ السِّنَّوْرُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السِّنَّوْرُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَإِنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِينَ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ، عَلَيْكُمْ.

আব্দুল্লাহ বিন আবু কাতাদা রহ. তার পিতার ব্যাপারে বর্ণনা করে বলেন, “তার পিতার জন্য একবার ওযুর পানি রাখা হলে তাতে বিড়াল মুখ দেয়। অতঃপর তিনি তা দিয়ে ওযু করা শুরু করেন। লোকেরা তাকে বলল, হে আবু কাতাদা, এর মধ্যে বিড়াল মুখ দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, বিড়াল ঘরে বসবাসকারী প্রাণীর অর্ন্তভুক্ত। সে বারবার তোমাদের নিকট যাওয়া-আসা করে’।”[৫৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ كَبْشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبَا قَتَادَةَ أَصْغَى الْإِنَاءَ لِلْهِرَّةِ فَشَرِبَتْ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

কাবশা রহ. বলেন, “আমি আবু কাতাদা রাযি.-কে দেখলাম, তিনি বিড়ালের সামনে পাত্র ধরলে বিড়াল তা থেকে পানি পান করল। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা এটা দেখে আশ্চর্য হচ্ছ?

....

৫৯. মুসনাদে আহমাদ: ৩৭/৩১৬, হা. নং ২২৬৩৭ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন যে, 'বিড়াল নাপাক নয়। সে তোমাদের নিকট বারবার আসা-যাওয়া করতে থাকে'।"[৬০]

....

৬০. মুসনাদে আহমাদ: ৩৭/৩১৬, হা. নং ২২৬৩৬ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

ঘরোয়া বৈঠক

১৩

পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾

"তাদের কার্যক্রম পরস্পরে পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।"[৬১]

সুযোগ হলে পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসবে এবং পরিবারের ভেতরের ও বাইরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। নিঃসন্দেহে এটা পরিবারের একজনের সাথে অপরজনের মজবুত সম্পর্ক ও সুদৃঢ় বন্ধনের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহ তাআলা পরিবারের দায়িত্ব পুরুষকেই দিয়েছেন এবং সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকারও তারই। কিন্তু সবার সাথে পরামর্শ করে কাজ করা অন্যকে (ভবিষ্যতে) দায়িত্ব বহন করার শিক্ষা দেয়। সাথে সাথে এর মাধ্যমে অন্যরাও খুশি হয় যে, বাড়ির কাজে তারও মতামত নেওয়া হচ্ছে এবং ঘরে তার মতামতেরও একটা মূল্য আছে। পরামর্শগুলো হবে পরিবার ও পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে; যেমন হজ-উমরায় যাওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের বাড়ি যাওয়া, ভ্রমণে যাওয়া, এক বাসা ছেড়ে অন্য বাসায় যাওয়া ইত্যাদি। কিংবা পরিবারের কোনো অনুষ্ঠানের বিষয় নিয়ে; যেমন কারও বিবাহ, ওলীমা, আকীকা ইত্যাদি। অথবা জনকল্যাণমূলক কাজের ক্ষেত্রে; যেমন এলাকার দরিদ্র মানুষদের লিস্ট করা, তাদের নিকট খাবার বা সাহায্য পৌছানো ইত্যাদি। এ ছাড়াও পরামর্শ হতে পারে পরিবারের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে, আত্মীয়-স্বজনদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে এবং তা থেকে উত্তরণের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে।

....

৬১. সূরা শূরা: ৩৮

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতিও ইঙ্গিত করা যুক্তিযুক্ত মনে করছি, সেটাকেও সমষ্টিগত বিষয়ই বলা যায়। যেমন বাবা-ছেলের একান্তে বসা। সাবালক ও যুবক ছেলেরা এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, একান্তে বসা এবং বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা ব্যতীত তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এর থেকে সমাধানের জন্য বাবা-ছেলে একান্তে বসবে এবং বাবা সন্তানের সাথে যুবক বয়সের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে। তার বয়স এবং বালেগ বয়সের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করবে। অনুরূপভাবে মা মেয়েকে নিয়ে বসবে এবং প্রয়োজনীয় শরয়ী হুকুম-আহকাম নিয়ে তার সাথে আলোচনা করবে। মেয়েরা এই বয়সে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা থেকে সমাধানের ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করবে। বাবা-মা সন্তানদের সাথে কথা বলার সময় খুবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে কথা বলবে। যেমন আমি যখন তোমার মতো এই বয়সে ছিলাম, তখন আমিও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম। এভাবে কথা বললে অনেক প্রভাব ফেলে এবং মানুষ তা দ্রুত গ্রহণ করে নেয়। তাদের সাথে এ সকল বিষয় নিয়ে একান্তে কথা না বললে তারা এ বিষয়গুলো তাদের কোনো খারাপ বন্ধু বা বান্ধবীদের বলবে, তখন এর ফলাফল হবে অনেক ভয়াবহ।

দাম্পত্য কলহের বিষয়গুলো সন্তানদের সামনে প্রকাশ না করা

এমন পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যাদের মধ্যে কম-বেশি মনোমালিন্য ও ঝগড়া-বিবাদ হয় না। তবে ছোটখাটো বিষয়ে মনোমালিন্য হলে পরস্পর সংশোধন করে নেওয়াই উত্তম এবং সত্যের দিকে ফিরে যাওয়াই কল্যাণ ও ফযীলতের কাজ। কিন্তু যেই জিনিসটা পুরো পরিবারকেই উলট-পালট করে দেয় এবং পারিবারিক সম্পর্ক ও সুখ-শান্তি নষ্ট করে, সেটা হলো– পরস্পরের দ্বন্দ্বের বিষয়টা অন্যদের সামনে প্রকাশ করা। এর ফলে কখনো কখনো পরিবার কয়েকভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং পারিবারিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। বিশেষভাবে এটা পরিবারের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। ফলে তারা আর সুস্থ ও সুন্দর মন নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে না। ঐ পরিবারের অবস্থা নিয়ে একবার চিন্তা করে দেখ, যেখানে পিতা তার ছেলেকে বলে, তুমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলবে না। আর মা তাকে বলে, তুমি তোমার বাবার সাথে কথা বলবে না। আর সন্তান থাকে ঘোর ও আত্মিক অশান্তির মধ্যে। তারা সকলেই একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে বসবাস করতে থাকে।

সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলব। কখনো পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে গেলে দ্রুত নিজেরাই সংশোধন করে নেব। আল্লাহ তাআলার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, তিনি প্রতিটি হৃদয়ের মধ্যে মিল-মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।

১৫

বদদীন লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া

সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:..... وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ، إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ.

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "খারাপ সঙ্গীর উপমা হলো কামারের মতো। কালি ও ময়লা যদি নাও লাগে, তথাপি ধোঁয়া অবশ্যই লাগবে।"[৬২]

সহীহ বুখারীতে এসেছে–

أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ المِسْكِ وَكِيرِ الحَدَّادِ، لاَ يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ المِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ، أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ ثَوْبَكَ، أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.

আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সৎ সঙ্গী ও

....

৬২. সুনানে আবু দাউদ: ৪/২৫৯, হা. নং ৪৮২৯ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

অসৎ সঙ্গীর উপমা মেশক বিক্রেতা ও কামারের হাপরের ন্যায়। মেশক বিক্রেতা থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি মেশক ক্রয় করবে, না হয় তার ঘ্রাণ পাবে। আর কামারের হাপর তোমার শরীর বা কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।"[৬৩]

আল্লাহর শপথ করে বলছি, সে তোমার ঘরকে অশান্তি ও ফেতনা-ফাসাদের মাধ্যমে একেবারে জ্বালিয়ে দেবে। এ সকল ফেতনাবাজ, সন্দেহ সৃষ্টিকারী ও নিচু জাতের মানুষের কারণে কত মানুষের ঘর যে ভেঙেছে! কত পরিবারের মাঝে যে শত্রুতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে! কত স্বামী-স্ত্রীর সংসার যে শেষ হয়ে গেছে! এর কোনো হিসেব নেই। আল্লাহর লা'নত ঐ ব্যক্তির ওপর, যে স্ত্রীকে স্বামীর ওপর সন্দেহপ্রবণ করে তোলে এবং স্বামীকে স্ত্রীর ওপর সন্দেহপ্রবণ করে তোলে এবং বাবা ও সন্তানদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে।

ঘরের মধ্যে জাদু-টোনা, চুরি-চামারি, তাবীজ-কবজ ইত্যাদির মূল কারণ হলো, বদদীন লোকদের ঘরে প্রবেশ করা। এ সকল খারাপ লোকদের ঘরে প্রবেশের কারণে ঘর ও পরিবারের লোকদের চরিত্র নষ্ট হয়। সুতরাং এ সকল বদদীন ও দুশ্চরিত্র মানুষদের কখনোই ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। হোক সে তোমার প্রতিবেশী অথবা বাহ্যিকভাবে তোমার কল্যাণকামী কোনো নারী-পুরুষ। কিছু মানুষ আছে, যারা সমস্যা হতে দেখেও চুপ থাকে। দরজার সামনে বদদীন, ফেতনাবাজ লোক দেখেও তাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেয়।

ঘরে ফেতনা-ফাসাদ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে মহিলারা। সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَّرَ، وَوَعَظَ، فَذَكَرَ فِي الحَدِيثِ قِصَّةً، فَقَالَ: ....

....

৬৩. সহীহ বুখারীঃ ৩/৬৩, হা. নং ২১০১ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

আমর বিন আহওয়াস রাযি. বর্ণনা করেন যে, তিনি বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন, আলোচনা ও নসীহত করলেন। এ হাদীসের মধ্যে বর্ণনাকারী একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন..... জেনে রেখ, "তোমাদের যেমন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি অধিকার রয়েছে, তাদেরও তোমাদের প্রতি ঠিক সেরকমই অধিকার রয়েছে। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার এই যে, তোমরা যাদেরকে অপছন্দ কর, তাদেরকে তারা যেন তোমাদের বিছানা ব্যবহারের অনুমতি না দেয় এবং যাদেরকে তোমরা অপছন্দ কর, তাদেরকে তারা যেন তোমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়। জেনে রেখ, তোমাদের প্রতি তাদের অধিকার এই যে, তোমরা তাদের উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।"[৬৪]

সুতরাং হে মুসলিম নারী, তোমার বাবা বা তোমার স্বামী যখন কোনো প্রতিবেশী নারীকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি না দেবে, তখন তুমি মন খারাপ কোরো না। কারণ, তিনি ঐ মহিলার আচরণের মধ্যে ফেতনা ছড়ানোর প্রভাব দেখতে পেয়েছেন। আর কোনো মহিলা যখন তোমার স্বামী এবং তার স্বামীর মধ্যে তুলনা করে এবং তোমার মনে তোমার স্বামীর ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করবে, তখন তুমি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দাও। আর তুমি যখন বুঝতে পারবে যে, তোমার স্বামী এমন বন্ধুবান্ধবদের ঘরে নিয়ে আসে,

....

৬৪. সুনানে তিরমিযীঃ ২/৪৫৮, হা. নং ১১৬৩ (প্র. দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরূত)

যারা খারাপকে ভালো হিসেবে তার সামনে পেশ করে, তাহলে তুমি তাকে এ সকল বন্ধু-বান্ধব থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেবে।

তুমি যথাসম্ভব বাড়িতে অবস্থানের চেষ্টা করবে। কারণ, ঘরে একজন অভিভাবকের উপস্থিতি সবকিছু ঠিকঠাক রাখার ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে এবং পরিবারের অনেক বিষয় কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। কিছু মানুষ আছে বাড়ির বাইরে থাকাই যাদের প্রধান কাজ। তাদের যখন যাওয়ার কোনো জায়গা না থাকে, তখন তারা বাড়িতে ফিরে আসে। এটা খুবই খারাপ একটি অভ্যাস। কোনো প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া ঠিক আছে। কিন্তু কোনো প্রয়োজন ছাড়া শুধু শুধু সময় নষ্ট করা, কোনো গুনাহের কাজ করা অথবা দুনিয়া নিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকার কারণে বাড়ির বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। অবশ্যই এই অবস্থা থেকে ফিরে আসা এবং তাওবা করা উচিত। বাইরের ব্যস্ততা কমিয়ে ঘরে সময় দিতে হবে এবং অযথা বাইরে আড্ডা দেওয়া বাদ দিতে হবে। ঐ সকল লোক কতই না খারাপ, যারা পরিবারকে সময় না দিয়ে বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে গিয়ে রাত কাটায়!

আমরা কিছুতেই শত্রুদের পরিকল্পনার ফাঁদে পা দিতে চাই না। ১৯২৩ সালে ফ্রান্সের প্রধান ধর্মপ্রচারক মাসূনী এক প্রবন্ধে বলেছিল, 'ব্যক্তির মাঝে এবং তার পারিবারের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে চাইলে তোমাদেরকে অবশ্যই চরিত্রকে তার মূলভিত্তি থেকে সরিয়ে আনতে হবে। কারণ, মন সর্বদা পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হারাম কাজের দিকে ধাবিত হতে চায়। পারিবারিক দায়িত্ব পালন করার চাইতে ক্যাফেতে গিয়ে গল্পগুজব ও আড্ডা দেওয়াকে পছন্দ করে।'

১৬

পরিবারের সদস্যদের অবস্থা ও প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা

যেমন, আপনার সন্তানের বন্ধুবান্ধব কারা? আপনার অগোচরে আপনার সন্তান কোথায় যায় এবং কী করে? আপনার সন্তান বাহির থেকে ঘরে কী নিয়ে আসে? আপনার মেয়ে কোথায় যায়? কার সাথে যায়?

অনেক পিতা আছে, যারা জানেই না যে, তার সন্তানের চরিত্র অনেক খারাপ হয়ে গেছে। সে গোপনে অশ্লীল ছবি ও ফিল্ম দেখে, ধূমপান করে; এমনকি অনেক পিতা এটা খবরও রাখে না যে, তার কন্যা কাজের মেয়েটির সাথে মার্কেটে যায় এবং কাজের মেয়েকে ড্রাইভারের সাথে অথবা কোথাও দাঁড় করিয়ে রেখে সে কোনো এক শয়তানের সাথে ডেটিং করে। আবার কোনো কোনো মেয়ে তার খারাপ বান্ধবীর সাথে গিয়ে সিগারেট খায় বা নেশা করে। এ সকল লোক তাদের সন্তানদের খোঁজখবর রাখার ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। তারা একবারও সেই ভয়াবহ দিনের কথা চিন্তা করে না, যেদিন থেকে পলায়ন করার কোনো সুযোগ নেই। যেদিন প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الله سائل كل راع عما استرعاه: أحفظ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

হাসান রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক দায়িত্বশীলকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সে কি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে, না তাতে অবহেলা করেছে? এমনকি মানুষকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৬৫]

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়:

- গোপনে আপনি আপনার সন্তানকে পর্যবেক্ষণ করুন।
- সন্তানের মধ্যে কখনো ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করবেন না।
- আপনার সন্তান যেন আস্থাহীন না হয়ে পড়ে।
- সন্তানকে নসীহত অথবা শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার বয়স, বুদ্ধি ও ভুলের পরিমাণের দিকে লক্ষ রাখুন।
- সাবধান, কখনোই নেতিবাচকভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করবেন না। তার প্রতিটি পদক্ষেপ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের হিসাব নিতে যাবেন না।

আমাকে এক লোক বলেছে, কোনো এক পিতা তার সন্তানকে পর্যবেক্ষণ করার জন্য ক্যামেরা ও কম্পিউটার ফিট করেছে, যাতে তার ছেলের ভুলক্রটিগুলোর তালিকা সংরক্ষণ থাকে। অতঃপর সন্তান যখনই কোনো ভুল করে, তখন সকল তথ্য-প্রমাণসহকারে সন্তানকে একটি নির্ধারিত কামরায় নিয়ে যায় এবং বর্তমান অপরাধসহ পূর্বের সকল অপরাধ তার সামনে তুলে ধরে।

আমি বলব, আমরা কোনো কোম্পানির ঠিকাদার নই। আর পিতাকেও সেখানের সন্তানের সকল দোষ-ক্রটি লিখে রাখার দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। অবশ্যই এই পিতার ইসলামি তরীকায় সন্তান লালন-পালনের মূলনীতির বই পড়া উচিত।

....

৬৫. সহীহ ইবনে হিব্বান: ১০/৩৪৫, হা. নং ৪৪৯৩ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

এর বিপরীতে আমি এটাও জানি যে, অনেক মানুষ আছে, যারা তার সন্তানের কোনো বিষয়ের খোঁজ-খবর নেয় না; বরং ছেলেমেয়েদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়। তারা যা ইচ্ছে তাই করুক না কেন, তার কোনো খবর নেয় না। তাদের অজুহাত হলো, তাদের সন্তানেরা ভুলকে ভুল এবং অপরাধকে অপরাধ বলে কখনো বিশ্বাস করবে না; যতক্ষণ না তারা কোনো একটি অপরাধ ঘটিয়ে বসে। আর এরপরই তাদের নিজেদের ভুলের ব্যাপারে উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। এটা একটি বিকৃত চিন্তা, যা পশ্চিমা দর্শনের দুধপানের দরুন সৃষ্ট এবং অবাধ স্বাধীনতার নিকৃষ্ট ফসল। কত নিকৃষ্ট এমন চিন্তা লালনকারী ও ধারণকারী!

অনেক মানুষ আছে, যারা নিয়ন্ত্রণ ছেলের হাতে ছেড়ে দেয় এই ভয়ে যে, সে তার ধারণানুপাতে তাকে অপছন্দ করবে। সে বলে, সে যাই করুক না কেন, আমি তাকে ভালোবাসব। আর কেউ কেউ স্বীয় সন্তানকে মুক্ত করে দেয় এজন্য যে, পূর্বে তার পিতা (অর্থাৎ সন্তানের দাদা) তার সাথে অতিরিক্ত কঠোরতা আরোপ করেছিল; যার ফলে সে ভাবছে যে, স্বীয় সন্তানের সাথে ঠিক তার বিপরীত আচরণ করবে। আর কেউ তো এত নিচে নেমে যায় যে, এভাবে বলে, ছেলে-মেয়েকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। ওরা ওদের যৌবনকে ইচ্ছেমতো ভোগ করুক।

এ সকল পিতারা কি কখনো ভেবে দেখেছে যে, কিয়ামতের দিন তাদের সন্তানেরাই তাদের কলার চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করবে, হে আমার পিতা, আপনি কেন আমাকে গুনাহর কাজে ছেড়ে দিয়েছিলেন?

ঘরে শিশুদের যত্ন নেওয়া

শিশুদের প্রতি যত্ন নেওয়ার অনেকগুলো দিক রয়েছে।

❖ কুরআনুল কারীম ও ইসলামি ঘটনাগুলো মুখস্ত করানো।

পিতা-মাতার জন্য সন্তানকে কুরআনুল কারীম পড়ানোর চেয়ে উত্তম আর কিছু নেই। কুরআন মুখস্ত করার প্রতি উৎসাহ দেওয়ার জন্য পুরস্কার নির্ধারণ করবে। বাচ্চা বয়সেই সে প্রতি জুমাবার মা-বাবার কাছ থেকে শুনে শুনে সূরা কাহফ মুখস্ত করবে। এ ছাড়াও ফযীলতপূর্ণ ছোট ছোট সূরাগুলো বাবা-মার কাছ থেকে শুনে শুনে ছোট বয়সেই মুখস্ত করবে। বাচ্চাদেরকে ইসলামি আকীদার মূলনীতিগুলো শিক্ষা দেবে। যেমন মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ رَكِبَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَا غُلَامُ، إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ..

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পেছনে আরোহণ করেছিলেন। তখন তিনি বললেন, "হে বৎস, আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখাচ্ছি। তুমি আল্লাহ তাআলার হক রক্ষা কর, তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাকে রক্ষা করবেন।"[৬৬]

....

৬৬. মুসনাদে আহমাদ: ৪/৪০৯-৪১০, হা. নং ২৬৬৯ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে, যেমন বড়দের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে। দুআ ও অযীফাগুলো মুখস্ত করাবে এবং সেগুলোর ওপর আমলে অভ্যস্ত করে তুলবে। যেমন খানা খাওয়ার দুআ, ঘুমের দুআ, হাঁচির দুআ, সালাম ও অনুমতি নেওয়া শিখাবে।

বাচ্চাদের মনে ইসলামি ঘটনাগুলো অনেক প্রভাব ফেলে।

এ সকল ঘটনা তাদের শুনানো যেতে পারে। যেমন নূহ আ. ও তাঁর প্লাবনের ঘটনা। ইবরাহীম আ. এর মূর্তি ভাঙা ও তাঁকে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনা। মূসা আ. এর ফেরাউনের হাত থেকে নাজাতের ঘটনা এবং ফেরাউনের ডুবে যাওয়ার ঘটনা। ইউনুস আ. এর মাছের পেটে যাওয়া ও তা থেকে উদ্ধারের ঘটনা। সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনী বর্ণনা করা; যেমন তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তি, হিজরত এবং কিছু কিছু যুদ্ধের ঘটনা; যেমন বদর, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধের ঘটনা, তাঁর জীবনের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়; যেমন একলোক ও তার উটের ঘটনা, যে তার উটকে কম খাবার দিত আর বেশি পরিশ্রম করাতো। এভাবে সালাফে সালেহীনের ঘটনা; যেমন উমার রাযি. কতৃক তাঁবুর ভেতরে থাকা মহিলা ও তার ক্ষুধার্ত শিশুর জন্য খাবার বহন করার ঘটনা, আসহাবে কাহফের যুবকদের ঘটনা। এ ছাড়াও অসংখ্য ইসলামি ঘটনা রয়েছে, যেগুলো বাচ্চাদের শুনাবে। তাদেরকে আকীদা বিধ্বংসী কোনো কল্প-কাহিনী, জিন-ভূতের ভয়ের কাহিনী শোনাবে না, যা বাচ্চাদের আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে দেয় এবং তাদের মধ্যে ভয় ও ভীতি প্রবেশ করায়।

❖ সতর্ক থাকতে হবে, তারা যেন রাস্তার ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশতে না পারে। তাহলে তাদের মুখের ভাষা খারাপ হবে এবং তাদের চরিত্র নষ্ট হবে; বরং তাদের সাথে খেলাধুলা করার জন্য প্রতিবেশী পাশের বাসার ভদ্র ছেলেমেয়েদের বাসার ভেতরে ডেকে আনতে হবে। তারা বাসার ভেতরে খেলাধুলা করবে।

❖ বাচ্চাদেরকে শিক্ষামূলক খেলনা দিতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট ঘরে তারা খেলবে এবং সেখানে বাচ্চারা তাদের খেলনা সাজিয়ে রাখবে।

শরীয়ত পরিপন্থী কোনো খেলনা তাদের কিনে দেওয়া যাবে না। যেমন বাদ্যযন্ত্র অথবা মূর্তি ও ক্রুশবিশিষ্ট খেলনা ইত্যাদি।

❖ বালকদের শখের ভালো কিছু জিনিস সরবরাহ করে দেওয়া উত্তম। যেমন কাঠের বা ইলেকট্রিকের খেলনা এবং কম্পিউটারের কিছু বৈধ গেম। প্রসঙ্গক্রমে এখানে কম্পিউটারের কিছু প্রোগ্রাম ও গেমের ব্যাপারে সতর্ক করছি, যেথায় পরিকল্পিতভাবে নারীদের ছবি অত্যন্ত অশ্লীলতার সহিত স্ক্রীনে প্রকাশ করা হয় কিংবা এমন গেম, যাতে ক্রুশ ব্যবহার করা হয়েছে। আমাকে একজন বলেছে, একটি গেম এমন আছে, যেখানে কম্পিউটারের সাথে জুয়া খেলতে হয়। গেমার স্ক্রীনে অংশবিশেষ দৃশ্যমান চারজন যুবতীর ছবি হতে একটি বেছে নেয়। খেলায় সে বিজয়ী হলে পুরস্কার হিসেবে যুবতীটির ছবি অত্যন্ত অশ্লীলভাবে ভেসে ওঠে।

❖ শোয়ার সময় ছেলে এবং মেয়েদের বিছানা আলাদা করা। এটাই দীনদার এবং দীনের ব্যাপারে উদাসীন অন্যান্য মানুষের ঘরের সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য।

❖ তাদের সাথে মজা করা হাসি-ঠাট্টা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের সাথে রসিকতা করতেন, তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, তাদেরকে ডাকার সময় কোমলভাবে ডাকতেন। বাচ্চাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, তাকে খাবার বা ফলের প্রথম অংশটা দিতেন। কখনো কখনো কাউকে নিয়ে হাঁটতে যেতেন। নিম্নে আমরা বাচ্চাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোমলতা ও হাসি-ঠাট্টা করা সংক্রান্ত দুটি হাদীস পেশ করছি।

আখলাকুন নাবী ওয়া আদাবুহু গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ فَيَبْهَشُ إِلَيْهِ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান বিন আলী রাযি. এর জন্য

জিহ্বা বের করতেন। শিশুটি তাঁর জিহ্বার লাল অংশ দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসত।"[৬৭]

আল আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّةً هَا هُنَا وَمَرَّةً هَا هُنَا، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَهُ.

ইয়ালা বিন মুররা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক খাবারের দাওয়াতে যাচ্ছিলাম। তখন পথে হুসাইন রাযি. খেলছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত সবার সামনে গিয়ে তার দিকে দুই হাত প্রসারিত করে ধরলেন। তিনি একবার হাত এদিকে ঘুরালেন এবং একবার ওদিকে। তিনি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন। এরপর তাকে ধরলেন এবং এক হাত তার থুতনিতে ও অপর হাত মাথায় রেখে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন।"[৬৮]

....

৬৭. আখলাকুন নাবী ওয়া আদাবুহু: ১/৪৯১, হা. নং ১৮৪ (প্র. দারুল মুসলিম, রিয়াদ)

৬৮. আল আদাবুল মুফরাদ: পৃ. নং ১৩৩, হা. নং ৩৬৪ (প্র. দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা, বৈরূত)

জিহ্বা বের করতেন। শিশুটি তাঁর জিহ্বার লাল অংশ দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসত।"[৬৭]

আল আদাবুল মুফরাদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَمُرُّ مَرَّةً هَا هُنَا وَمَرَّةً هَا هُنَا، يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ اعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَهُ.

ইয়ালা বিন মুররা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এক খাবারের দাওয়াতে যাচ্ছিলাম। তখন পথে হুসাইন রাযি. খেলছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত সবার সামনে গিয়ে তার দিকে দুই হাত প্রসারিত করে ধরলেন। তিনি একবার হাত এদিকে ঘুরালেন এবং একবার ওদিকে। তিনি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন। এরপর তাকে ধরলেন এবং এক হাত তার থুতনিতে ও অপর হাত মাথায় রেখে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খেলেন।"[৬৮]

....

৬৭. আখলাকুন নাবী ওয়া আদাবুহু: ১/৪৯১, হা. নং ১৮৪ (প্র. দারুল মুসলিম, রিয়াদ)

৬৮. আল আদাবুল মুফরাদ: পৃ. নং ১৩৩, হা. নং ৩৬৪ (প্র. দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত)

ঘুম, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা

কিছু কিছু ঘরের অবস্থা হলো আবাসিক হোটেলের মতো। পরিবারের সদস্যরা যেন একে অপরকে চেনেই না এবং তাদের পরস্পরে খুব কমই সাক্ষাৎ হয়।

অনেক ছেলে আছে, যারা যখন ইচ্ছা তখন খায় এবং যখন ইচ্ছা তখন ঘুমাতে যায়। এর কারণে রাত্রি জাগরণ ও সময় নষ্ট হয়। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার কারণে অলসতা, পরিশ্রম না করা ও ব্যাপক সময় নষ্ট হয়। এটা মানুষকে বেপরোয়া ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে।

কেউ কেউ এই অভিযোগ করতে পারে যে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার সময় ভিন্ন ভিন্ন। আর চাকরিজীবী, শ্রমিক ও এলাকার লোকদের কেউই সমান নয়।

আমি বলব, এই অবস্থা তো সকলের ক্ষেত্রে নেই। পরিবারের সকলে যদি একই সময়ে একসাথে খাবার খেতো, তাহলে কতই না মজা হতো! প্রত্যেকের অবস্থা জানা যেত। কোনো উপকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো। সুতরাং পরিবারের কর্তার উচিত হলো, তিনি সকলের বাড়িতে ফিরার একটা নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেবেন এবং বাড়ির বাইরে যেতে হলে প্রত্যেকে তার কাছ থেকে অনুমতি নেবে; বিশেষ করে ছোটদের জন্য এটা আবশ্যক।

মহিলাদের বাড়ির বাইরের কাজ সুবিন্যস্তভাবে করা

ইসলামের বিধানগুলো একটি অপরটির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। ইসলাম যখন নারীদের ঘরে অবস্থানের নির্দেশ দিল; যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾

"তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে।"[৬৯]

তখন তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হলো পুরুষদের কাঁধে; যেমন তার বাবা বা স্বামী।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, মহিলারা প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ির বাইরে কাজ করবে না। যেমনিভাবে মূসা আ. একজন নেককার ব্যক্তির দুই মেয়েকে পানির কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বকরিকে পানি পান করানোর জন্য অপেক্ষা করতে দেখলেন, তখন তাদের প্রশ্ন করলেন; কুরআনের ভাষায়–

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾

"তিনি বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না, যে পর্যন্ত না রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ।"[৭০]

....

৬৯. সূরা আহযাব: ৩৩

৭০. সূরা কাসাস: ২৩

তখন তারা পশুগুলোকে পানি পান করাতে আসার জন্য ওযর পেশ করলেন এ বলে যে, তাদের অভিভাবক বয়সের কারণে কাজ করতে সক্ষম নয়।

আর এ কারণেই যখন তারা সুযোগ পেলেন, তখন বাড়ির বাইরে কাজ না করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। ইরশাদ হয়েছে–

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

> "বালিকাদ্বয়ের একজন বলল, হে শ্রদ্ধেয় পিতা, তাকে কর্মচারী নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার কর্মচারী হিসেবে সে-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"[৭১]

এই মেয়েটি তার কথার মাধ্যমে বাড়ির বাইরে না যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। যাতে বাড়ির বাইরে কাজ করার কারণে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায়।

সাম্রাজ্যবাদী কুফরীশক্তির মাধ্যমে পরিচালিত পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধে যখন অসংখ্য পুরুষ নিহত হলো, অতঃপর যুদ্ধ পরবর্তী পুনর্গঠনের প্রয়োজন দেখা দিল আর এর জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যুদ্ধে পুরুষ শ্রমিক নিহত হওয়ার কারণে নারী শ্রমিকদের প্রয়োজন পড়ল, তখন তারা ইহুদিদের সাথে মিলে নারীদের ঘরের বাইরে বের করার জন্য তাদের স্বাধীনতার কথা ও তাদের অধিকারের কথা বলতে লাগল। এর মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য ছিল নারীদেরকে ঘর থেকে বের করা, তাদেরকে নষ্ট করা এবং পরিবার ও সমাজব্যবস্থা ধ্বংস করা। এভাবেই কাজের নামে নারীদের বাইরে বের হওয়ার বিষয়টি সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

যদিও আমাদের রক্ষণশীলতা আর তাদের রক্ষণশীলতা এক নয়, আমাদের এখানে মুসলিম পুরুষই তার অন্তঃপুরবাসিনীদের রক্ষা করবে, তাদের ভরণপোষণ দেবে, এতদসত্ত্বেও নারী স্বাধীনতার আন্দোলন বেগবান হয়েছে এবং কাজের জন্য তাদের বাইরে বের হওয়ার দাবিটা আরও জোরালো

....

৭১. সূরা কাসাস: ২৬

হয়েছে। এ ছাড়া তাদের পড়াশোনা ও সার্টিফিকেট যেন বৃথা না যায়, এ সকল বিভিন্ন কারণে তারাও বাইরে বের হচ্ছে।

এটা না হলে মুসলিম সমাজ কখনোই নারীদের বাইরে বের প্রয়োজন অনুভব করে না। এর প্রমাণ হলো, একদিকে অসংখ্য পুরুষ কাজহীন বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে নারীদের জন্য নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করা হচ্ছে। অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান মেনে নারীরাও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে।

আমরা এত বড় ভূমিকা এজন্যই টেনে আনলাম যে, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, অনেক নারী কোনো প্রয়োজন ছাড়াই চাকরির জন্য বের হচ্ছে। শুধুমাত্র বেশি বেতনের লোভে। যদিও তার চাকরির কোনো প্রয়োজন নেই এবং এই চাকরির কারণে তাকে এমন স্থানে কাজ করতে হয়, যা তার জন্য উপযোগী নয়, এতে তাকে ফেতনার সম্মুখীন হতে হয়।

আমাদের মাঝে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শীদের মাঝে পার্থক্য হলো, আমাদের নিকট নারী মৌলিকভাবে ঘরে অবস্থান করবে এবং কখনো প্রয়োজন হলে বের হবে। আর ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শীদের নিকট নারীর মূল হচ্ছে তারা বাইরে থাকবে।

নারীর কাজটা কখনো কখনো সত্যিই প্রয়োজন হয়ে যায়। কোনো কোনো পরিবারে নারীকেই উপার্জন করতে হয়। যেমন তার স্বামী মারা যাওয়ার কারণে অথবা তার পিতা অতি বৃদ্ধ ও অক্ষম হওয়ার কারণে; এরকম কিছু কিছু পরিস্থিতির কারণে। এ ছাড়াও অনেক দেশে ইসলামি মূল্যবোধ না থাকার কারণে সেখানে নারীদের বাধ্যতামূলকভাবেই কাজ করতে হয়। যেন সেও পরিবারের খরচ বহনের ক্ষেত্রে স্বামীর সহযোগী হতে পারে। সেখানে কোনো কোনো লোক তো এমনও আছে যে, বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার সময়ই এই শর্তারোপ করে যে, তাকে কাজ করতে হবে!

সারকথা হলো, মহিলারা বাইরে কাজ করবে হয়তো তার প্রয়োজনের কারণে অথবা ইসলামি টার্গেট পূরণ করার জন্যে; যেমন শিক্ষাঙ্গনে দাওয়াত ও তা'লীমের কাজের জন্য।

বাইরে কাজে গেলে মহিলারা যে সকল খারাপ সমস্যার সম্মুখীন হয়:

- শরয়ী অনেক নিষিদ্ধ বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন নারী-পুরষের একত্রে অবস্থান, নির্জন স্থানে পরপুরুষের সাথে পরিচয়, পরপুরুষকে নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন। আর সবকিছুর শেষ পরিণতি হচ্ছে অশ্লীল কাজ ও পরকিয়া।

- স্বামীকে তার প্রাপ্য হক দেওয়া হয় না, বাড়ির কাজে অবহেলা, সন্তানদের দেখাশোনায় ঘাটতি। (এই বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ)

- পুরুষ শক্তিশালী এবং আশ্রয়স্থল, এ কথার মর্ম নারীর মন থেকে মুছে যাওয়া। একবার চিন্তা করে দেখ, এক নারী সে তার স্বামীর সমপর্যায়ের শিক্ষিতা বা তার চেয়েও বেশি শিক্ষিতা এবং তার স্বামীর চেয়ে বেশি বেতনের চাকরি করে; এখন এই নারী কি কখনো তার স্বামীর প্রয়োজন ভালোভাবে অনুভব করবে? এবং সে পূর্ণভাবে তার স্বামীর আনুগত্য করবে? না, তার এই অমুখাপেক্ষিভাব তাদের বৈবাহিক জীবনে অনেক অশান্তি নিয়ে আসবে এবং এই সমস্যাটা তাদের পরিবারের ভিতসহ নাড়িয়ে দেবে? তবে আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান তার কথা ভিন্ন।

- শারীরিক অনেক কষ্ট, এক ধরনের মানসিক চাপ এবং একগুঁয়েমিভাব, যা নারীর তবিয়তের সাথে মিল হয় না।

এই দীর্ঘ আলোচনার পর বলব, অবশ্যই আমাদেরকে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। সব সমস্যাকে শরীয়তের পাল্লায় মাপতে হবে এবং ঐ অবস্থাগুলো ভালোভাবে জানতে হবে, কখন মহিলাদের বাইরে কাজের জন্য বের হওয়া জায়েয আছে এবং কখন জায়েয নেই। আমরা যেন দুনিয়ার কিছু উপার্জনের জন্য সত্যের পথ থেকে অন্ধ না হয়ে যাই।

পুরুষদের অবশ্যই অত্যাচার ও প্রতিশোধের মানসিকতা পরিহার করতে হবে এবং কখনো অন্যায়ভাবে স্ত্রীর মাল-সম্পদ ভক্ষণ করবে না।

২০

ঘরের গোপন বিষয়গুলো বাইরে প্রকাশ না করা

এর সাথে কয়েকটি বিষয় জড়িত।

- ঘরের কোনো গোপন কথা বাইরে প্রকাশ না করা।
- স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার কথা বাইরে না ছড়ানো।
- ঘরের এমন কোনো বিষয় বাইরে প্রকাশ না করা, যা প্রকাশ করলে গোটা পরিবারের অথবা পরিবারের কোনো এক সদস্যের ক্ষতির কারণ হয়।

প্রথম বিষয়টি হারাম হওয়ার দলীল–

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট ঐ লোকের অবস্থান সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যে তার স্ত্রীর নিকট যায় আর তার স্ত্রী তার কাছে আসে, (অর্থাৎ উভয়ের মাঝে মিলন হয়) অতঃপর সে তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দেয়।[৭২]

....

৭২. সহীহ মুসলিমঃ ২/১০৬০, হা. নং ১৪৩৭ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

يفضي এর অর্থ স্বামী-স্ত্রীর মিলন। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন–

﴿ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ﴾

"অথচ তোমাদের একজন অন্যজনের কাছে গমন করেছে।"[৭৩]

এটা হারাম হওয়ার আরেকটি দলীল হলো, আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাযি. এর হাদীস। মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ: مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانُ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাযি. বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিসে ছিলেন এবং তাঁর পাশে পুরুষ ও নারী সাহাবীগণ বসা ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "সম্ভবত কোনো পুরুষ এমন আছে, যে তার স্ত্রীর সাথে যা করে তা বলে বেড়ায়? আর কোনো মহিলা এমন আছে, যে তার স্বামীর সাথে যা হয় তা বলে বেড়ায়?" তখন সকলেই চুপ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহর শপথ! মহিলারা এমনটি বলে এবং তারাও (পুরুষরা) এমনটি করে। তিনি বললেন, "তোমরা এমনটি কোরো না। কারণ, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ পুরুষ শয়তানের মতো, যে রাস্তায় নারী শয়তানের সাথে দেখা হলে সেখানেই তারা অপকর্ম করে আর মানুষ তা দেখতে থাকে।"[৭৪]

....

৭৩. সূরা নিসা: ২১

৭৪. মুসনাদে আহমাদ: ৪৫/৫৬৪-৫৬৫, হা. নং ২৭৫৮৩ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

সুনানে আবু দাউদের রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ طُفَاوَةَ قَالَ: تَثَوَّيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِالْمَدِينَةِ... فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى... فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَأَلْقَى عَلَيْهِ سِتْرَهُ وَاسْتَتَرَ بِسِتْرِ اللهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلْتُ كَذَا. قَالَ: فَسَكَتُوا، قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ؟ فَسَكَتْنَ فَجَثَتْ فَتَاةٌ قَالَ مُؤَمَّلٌ، فِي حَدِيثِهِ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا وَتَطَاوَلَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَرَاهَا وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ لَيَتَحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانَةٍ، لَقِيَتْ شَيْطَانًا فِي السِّكَّةِ فَقَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

আবু নাযরা রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোফাওয়াত নামক স্থানের একজন বৃদ্ধ আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি একদা মদীনায় আবু হুরাইরা রাযি. এর মেহমান হিসেবে অবস্থান করি। .... আবু হুরাইরা রাযি. বললেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘটনা বর্ণনা করব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। ....অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন পুরুষ আছে, যে তার স্ত্রীর নিকট আসে, অতঃপর দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তার ওপর পর্দা টেনে দেয়, আল্লাহর গোপন করার মাধ্যমে নিজেদের গোপন করে'? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'এরপর সে লোকদের মাঝে বসে এবং বলে, আমি এমন করেছি, আমি এমন করেছি'? তখন লোকেরা চুপ করে থাকল। তখন

তিনি মহিলাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে এমনটি বলে'? তারা সকলেই চুপ রইলেন। তখন এক তরুণী এক হাঁটুর ওপর ভর করে মাথা উঁচু করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দিকে তাকাচ্ছিলেন, যেন তিনি তাকে দেখতে পান এবং তার কথা শুনতে পান। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, নিশ্চয় তারা (পুরুষরা) এমনটি বলে এবং তারাও (মহিলারা) এমনটি বলে। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান যে, তার উপমা কেমন? এর উপমা হলো, নারী শয়তান যে গলির মধ্যে পুরুষ শয়তানের সাথে দেখা করে এবং সেখানে মানুষের দৃষ্টির সামনে তাদের চাহিদা পূরণ করে'।"[৭৫]

আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্বের বিষয়টা ঘরের বাইরে নিয়ে আসা। আর এ কারণে অনেক সময়ই সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে। পারিবারিক ছোটখাটো সমস্যার মধ্যে তৃতীয় পক্ষকে টেনে এনে বেশির ভাগ সময়ই সমস্যাকে আরও গুরুতর করা হয়।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্বের সমাধান নিজেরাই করার চেষ্টা করবে। নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে তাদের কোনো নিকটাত্মীয়ের সাহায্য নিয়ে সমস্যার সমাধান করবে। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾

"যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।"[৭৬]

....

৭৫. সুনানে আবু দাউদঃ ২/২৫২, হা. নং ২১৭৪ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

৭৬. সূরা নিসাঃ ৩৫

আর তৃতীয় বিষয়টি হলো, ঘরের খবর বাইরে প্রচার করা, যে কারণে পরিবার অথবা পরিবারের কোনো সদস্যের ক্ষতি হয়। এটা জায়েয নেই। কারণ, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদীসের হুকুমের অন্তভুক্ত–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেউ কারও ক্ষতি করবে না এবং ক্ষতিগ্রস্তও হবে না।"[৭৭]

নিম্নে বর্ণিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে বিষয়টির উপমা রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন–

﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾

"আল্লাহ তাআলা কাফেরদের জন্য নূহপত্নী ও লূতপত্নীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। তারা ছিল আমার দুই ধর্মপরায়ণ বান্দার গৃহে। অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ তাআলার কবল থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হলো, জাহান্নামিদের সাথে জাহান্নামে চলে যাও।"[৭৮]

সুলাইমান ইবনে কাত্তাহ রহ. বলেন, আমি ইবনে আব্বাস রাযি.-কে فَخَانَتَاهُمَا এর ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তারা যিনা করেনি। নূহ আ. এর স্ত্রীর খেয়ানত ছিল, সে মানুষের কাছে বলে বেড়াতো যে,

....

৭৭. মুসনাদে আহমাদ: ৫/৫৫, হা. নং ২৮৬৫ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)
৭৮. সূরা তাহরীম: ১০

নূহ আ. পাগল হয়ে গেছে। আর লূত আ. এর স্ত্রীর খেয়ানত ছিল, তাঁর মেহমানদের কথা তাঁর গোত্রের লোকদের বলে দিত।

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

وَقَالَ الْعَوْفِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فَكَانَتِ امْرَأَةُ نُوحٍ تَطَّلِعُ عَلَى سِرِّ نُوحٍ فَإِذَا آمَنَ مَعَ نُوحٍ أَحَدٌ أَخْبَرَتِ الْجَبَابِرَةَ مَنْ قَوْمِ نُوحٍ بِهِ، وَأَمَّا امْرَأَةُ لُوطٍ فَكَانَتْ إِذَا أَضَافَ لُوطٌ أَحَدًا أَخْبَرَتْ بِهِ أهل المدينة ممن يعمل السوء.

"আওফী রহ. ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করে বলেন, তাদের খেয়ানতটা ছিল, তারা এদের (নূহ ও লূত আ. এর) ধর্মের অনুসারী ছিল না। নূহ আ. এর স্ত্রী নূহ আ. এর গোপন বিষয়গুলো জানতেন আর যখন কোনো লোক নূহ আ. এর প্রতি ঈমান আনত, তখন সে কওমের প্রভাবশালী লোকদেরকে বিষয়টা জানিয়ে দিত। আর লূত আ. এর স্ত্রীর বিষয়টা ছিল, যখন লূত আ. এর নিকট কোনো মেহমান আসত, তখন সে শহরের ঐ সকল লোককে বিষয়টা জানিয়ে দিত, যারা খারাপ কাজ করত।"[৭৯]

....

৭৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৮/১৯২ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)
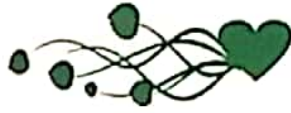
পরিবারের চারিত্রিক বিষয়গুলো

ঘরে কোমলতার চরিত্র ছড়িয়ে দেওয়া

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

> عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ.
>
> আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যখন আল্লাহ তাআলা কোনো পরিবারের জন্য কল্যাণ চান, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা দিয়ে দেন।"[৮০]

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে–

> [عن جابر مرفوعا:] إنّ اللهَ إذا أحَبَّ أهلَ بَيْتٍ أدْخَلَ عليهمُ الرِّفْقَ.
>
> জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পরিবারকে ভালোবাসেন, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা দিয়ে দেন।"[৮১]

অর্থাৎ একে অপরের সাথে কোমল আচরণ করতে থাকে। আর এটাই হলো ঘরের সুখ-শান্তির মূল কারণ। স্বামী-স্ত্রীর এবং সন্তান-সন্ততিদের মাঝে কোমল আচরণ অনেক কল্যাণ নিয়ে আসে। কোমল আচরণের মাধ্যমে যা অর্জন করা সম্ভব, কঠোরতার মাধ্যমে তা অর্জন করা সম্ভব নয়।

....

৮০. মুসনাদে আহমাদ: ৪০/৪৮৮, হা. নং ২৪৪২৭ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)
৮১. সহীহ জামে সগীর: পৃ. নং ১/৩৫০, হা. নং ১৭০৪ (প্র. আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরূত)

যেমন সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল। আর তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে যে প্রতিদান দিয়ে থাকেন, কঠোরতা এবং অন্য কিছুর কারণে তা দেন না।"[৮২]

....

৮২. সহীহ মুসলিম: ৪/২০০৩, হা. নং ২৫৯৩ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

ঘরের কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা

অনেক লোক আছে, যারা ঘরের কোনো কাজ করে না। আবার অনেক লোক তো এমনও আছে, যারা ঘরের কাজ ও নিজ পরিবারের কাজে সাহায্য করাকে নিজের সম্মান ও মর্যাদার হানি মনে করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। নিজের জুতা নিজে ঠিক করতেন এবং পুরুষ মানুষ ঘরে যে সকল কাজ করে থাকে, তিনি তার সবগুলো নিজেই করতেন।

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، قَالَتْ: وَكَانَ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ.

আয়েশা রাযি.-কে প্রশ্ন করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, নিজের জুতা নিজে ঠিক করতেন এবং পুরুষ মানুষ ঘরে যে সকল কাজ করে থাকে, তিনি তার সবগুলো নিজেই করতেন।"[৮৩]

....

৮৩. মুসনাদে আহমাদঃ ৪৩/২৮৯, হা. নং ২৬২৩৯ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

সহীহ ইবনে হিব্বানের বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ.

আয়েশা রাযি.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কী কাজ করতেন? তিনি বললেন, “তিনি মানুষের মধ্য থেকে একজন মানুষই ছিলেন। তিনি তাঁর কাপড় পরিষ্কার করতেন, তার বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।”[৮৪]

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে–

عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ:كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

আসওয়াদ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রাযি.-কে প্রশ্ন করলাম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে কী করতেন? তিনি বললেন, “তিনি তাঁর পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন। অতঃপর যখন নামাজের সময় হতো, তখন তিনি নামাজের জন্য বের হতেন।”[৮৫]

সুতরাং আমরাও যদি ঘরের ও পরিবারের কাজে সাহায্য করতে পারি, তাহলে আমাদের অনেকগুলো কল্যাণ অর্জন হবে। যেমন–

- এর মাধ্যমে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করতে পারব।

....

৮৪. সহীহ ইবনে হিব্বান: ১২/৪৮৮, হা. নং ৫৬৭৫ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

৮৫. সহীহ বুখারী: ১/১৩৬, হা. নং ৬৭৬ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

- আমাদের পরিবারকে সাহায্য করা হবে।
- আমরা বিনয়ী ও অহংকারমুক্ত হতে পারব।

অনেক পুরুষ আছে, যারা তার স্ত্রীর নিকট খাবার চায় এবং এর জন্য সামান্য পরিমাণ অপেক্ষা করতে রাজি নয়। অথচ তখন খাবারের ডেগ থাকে চুলার ওপর। অন্যদিকে সন্তান দুধপান করার জন্য চিৎকার করতে থাকে। আর সেই অবিবেচক পুরুষ না তার সন্তানকে কোলে নেয় আর না খাবারের জন্য অপেক্ষা করে।

এই হাদীসগুলো যেন আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে।

২৩

পরিবারের লোকদের সাথে মজা ও রসিকতা করা

স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের সাথে রসিকতা ও হাসিঠাট্টা পরিবারকে সুখ-সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায় এবং ঘরে পরস্পরে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাবের রাযি.-কে কুমারী নারী বিবাহের কথা বলে এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করেছেন।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ: فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ.

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা মারা যাওয়ার সময় সাতজন অথবা নয়জন মেয়ে রেখে যান। অতঃপর আমি এক সাইয়েবা (অকুমারী) মহিলাকে বিবাহ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন আমাকে বললেন, হে জাবের, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “কুমারী মেয়ে নাকি অকুমারী?” আমি বললাম, কুমারী নয়; বরং অকুমারী মেয়ে। তিনি বললেন, “কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না কেন? যার সাথে তুমি খেল-তামাশা করবে আর সেও তোমার সাথে খেল-তামাশা করবে

এবং তুমি তার সাথে হাসি-ঠাট্টা করবে আর সেও তোমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করবে।"[৮৬]

সুনানে কুবরা নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِصَاحِبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَهُوَ لَهْوٌ وَلَعِبٌ إِلَّا أَرْبَعٌ، مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُهُ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعْلِيمُ الرَّجُلِ السِّبَاحَةَ.

আতা বিন আবী রাবাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাযি. ও জাবের বিন উমাইর আনসারী রাযি.-কে রমী করতে দেখলাম। তখন তাদের একজন অন্যজনকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক জিনিস–যার মধ্যে আল্লাহর স্মরণ নেই–সেটা অনর্থক খেল-তামাশা, তবে চারটি বিষয় ব্যতীত। আর তা হলো, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে হাসি-ঠাট্টা ও খেল-তামাশা করা, নিজ ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, দুই লক্ষ্যবস্তুর মাঝে পায়ে হাঁটা (অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ করা) এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ দেওয়া।"[৮৭]

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ.

....

৮৬. সহীহ বুখারী: ৭/৬৬, হা. নং ৫৩৬৭ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

৮৭. সুনানে কুবরা, নাসায়ী: ৮/১৭৬, হা. নং ৮৮৯০ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র থেকে গোসল করছিলাম। একবার তিনি পানি নিচ্ছিলেন একবার আমি। অতঃপর তিনি দ্রুত পানি নিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমাকে সুযোগ দিন। তিনি (আয়েশা রাযি.) বলেন, তখন আমরা দুজনই নাপাক অবস্থায় ছিলাম।"[৮৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাচ্চাদের সাথে দুষ্টমি করতেন এবং তাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করতেন। বাচ্চাদের সাথে তাঁর রসিকতা ও হাসি-ঠাট্টার বিষয়টি অনেক প্রসিদ্ধ। তিনি হাসান রাযি. ও হুসাইন রাযি. এর সাথে অনেক রসিকতা করতেন। পূর্বে এর আলোচনা গত হয়েছে। হয়তো এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসলে শিশুরা অনেক খুশি হতো এবং তাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য ছুটে আসত। আর তিনি তাদেরকে নিজের কাছে টেনে নিতেন।

যেমনটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِصِبْيَانِ أَهْلِ بَيْتِهِ، قَالَ: وَإِنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَسُبِقَ بِي إِلَيْهِ، فَحَمَلَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ جِيءَ بِأَحَدِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَرْدَفَهُ خَلْفَهُ، قَالَ: فَأُدْخِلْنَا الْمَدِينَةَ، ثَلَاثَةً عَلَى دَابَّةٍ.

আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাযি. বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন প্রথমে তিনি পরিবারের বাচ্চাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তিনি বলেন, একবার এক সফর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসলেন আর আমাকে প্রথম তাঁর কাছে

....

৮৮. সহীহ মুসলিমঃ ১/২৫৭, হা. নং ৩২১ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

নিয়ে যাওয়া হলো। তখন তিনি আমাকে তাঁর বাহনের সামনে বসালেন। অতঃপর ফাতেমা রাযি. এর দুই সন্তানের একজনকে নিয়ে আসা হলো। তিনি তাকে তাঁর বাহনের পেছনে আরোহণ করালেন। অতঃপর আমরা তিনজনই একটি বাহনের ওপর আরোহণ করে মদীনায় প্রবেশ করেছিলাম।"[৮৯]

তুমি এর সাথে এবং একটা নীরস পরিবারের সাথে তুলনা করে দেখ, যাতে কোনো রসিকতা নেই, হাসি-ঠাট্টা নেই এবং নেই কোনো দয়ামায়া। এমন অনেক মানুষও রয়েছে, যারা মনে করে– বাবা সন্তানকে চুমো খেলে সন্তানের মধ্যে বাবার আযমত ও সম্মান থাকবে না। তারা যেন এই হাদীসটি পড়ে নেয়।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে–

حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার হাসান বিন আলী রাযি.-কে চুমো খেলেন। তখন তাঁর পাশে বসা ছিল আকরা' বিন হাবেস তামীমী রাযি.। তিনি বললেন, আমার দশজন সন্তান রয়েছে, আমি তাদের একজনকেও চুমো খাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "যে দয়া করে না, তাকে দয়া করা হবে না।"[৯০]

....

৮৯. সহীহ মুসলিম: ৪/১৮৮৫, হা. নং ২৪২৮ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)
৯০. সহীহ বুখারী: ৮/৭, হা. নং ৫৯৯৭ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

২৪

ঘর ও পরিবারের সদস্যদের খারাপ ও নোংরা স্বভাবগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা

পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যেই কোনো না কোনো চারিত্রিক দোষ রয়েছে। যেমন মিথ্যা বলা, গীবত করা, চোগলখুরি করা ইত্যাদি। এ সকল চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি অবশ্যই সংশোধন করতে হবে।

কিছু মানুষ আছে, যারা মনে করে যে, এ সকল দোষ-ত্রুটি সংশোধন করার একমাত্র উপায় হলো শারীরিক শাস্তি প্রদান করা। শুধু যে শারীরিক শাস্তি প্রদানই এর একমাত্র সমাধান নয়, তা আমরা সামনের হাদীস থেকেই বুঝতে পারব।

সহীহ জামে সগীরে এসেছে–

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَرْفُوْعًا : كَانَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كَذَبَ كَذْبَةً، لَمْ يَزَلْ مُعْرِضًا عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً.

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারতেন যে, তাঁর পরিবারে কেউ মিথ্যা কথা বলেছে, তখন তাওবা করার আগ পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতেন।"[৯১]

এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, কথা ছেড়ে দেওয়া, তার দিকে না তাকানো এই পরিস্থিতিতে পূর্ণাঙ্গ শাস্তি। আবার কখনো কখনো এটা শরীরিক শাস্তির চেয়ে বেশি কার্যকর। সুতরাং বাড়ির দায়িত্বশীল ও কর্তাগণ ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে শাস্তি প্রদান করবে।

....

৯১. সহীহ জামে সগীর: ২/৮৫৫, হা. নং ৪৬৭৫ (প্র. আল মাকতাবুল ইসলামি, বৈরূত)

ঘরের এমন একস্থানে বেত ঝুলিয়ে রাখা, যেখান থেকে বাড়ির লোকেরা তা দেখতে পায়

শাস্তির ইঙ্গিত করা আদব শিক্ষা দেওয়ার অনেক বড় একটি মাধ্যম। এ কারণেই ঘরে বেত অথবা লাঠি ঝুলিয়ে রাখার বর্ণনা এসেছে।

আল মু'জামুল কাবীরে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ.

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা (ঘরের) এমন জায়গায় বেত ঝুলিয়ে রাখ, যেখান থেকে বাড়ির সকলে তা দেখতে পায়। কারণ, এটাই তাদের জন্য আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা।"[৯২]

শাস্তি প্রদানের বস্তু বা মাধ্যম দেখলে অসৎ উদ্দেশ্যের লোকেরা এই ভয়ে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে যে, হয়তো কারও কাছে তার খারাপ বিষয়টা প্রকাশ পেয়ে যাবে আর এজন্য তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এটা তাদেরকে নৈতিকতা শিক্ষা ও উত্তম চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার দিকে নিয়ে যাবে।

....

৯২. আল মুজামুল কাবীর, তাবারানী: ১০/২৪৮, হা. নং ১০৬৭১ (প্র. মাকতাবাতু ইবনে তাইমিয়া, কায়রো)

আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন–

قال ابن الأنباري: لم يرد به الضرب به لأنه لم يأمر بذلك أحدا وإنما أراد لا ترفع أدبك عنهم.

ইবনে আম্বারী রহ. বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মাধ্যমে প্রহার করা উদ্দেশ্য নেননি। কারণ, তিনি কাউকে এই আদেশ দেননি। তিনি এর মাধ্যমে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যেন তাদের থেকে তোমার আদব ও সম্মান উঠে না যায়।"[৯৩]

প্রহার করাটা কখনো মূলনীতি হতে পারে না। কারণ, প্রহারের আশ্রয় তখনই গ্রহণ করতে হবে, যখন শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার এবং আবশ্যক মান্যতার সকল পথ অবলম্বন শেষ হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾

"আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে আর তাদের জন্য অন্য কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ সুমহান ও শ্রেষ্ঠ।"[৯৪]

অর্থাৎ ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। যেমনটি আমরা আবু দাউদের এ হাদীস থেকে বিষয়টি বুঝতে পারি–

....

৯৩. ফয়যুল কাদীরঃ ৪/৩২৫, হা. নং ৫৪৬৮ সংশ্লিষ্ট (প্র. আল মাকাতাবাতুত তিজারিয়্যাতুল কুবরা, মিশর)

৯৪. সূরা নিসাঃ ৩৪

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

আমর বিন শুআইব স্বীয় পিতা সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সাত বছর বয়সে তোমাদের সন্তানদের নামাজের আদেশ দাও। আর এর কারণে তাদেরকে দশ বছর বয়সে প্রহার কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।"[৯৫]

প্রয়োজন ছাড়া প্রহার করা তো এক ধরনের শত্রুতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহিলাকে এমন একজন পুরুষকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছিলেন, যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামাতো না। অর্থাৎ সে তার স্ত্রীদের প্রহার করত।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ... قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ.

"ফাতেমা বিনতে কায়েস রাযি. থেকে বর্ণিত যে, আবু আমর বিন হাফস রাযি. তাকে চূড়ান্ত তালাক দিয়েছিল। ...তিনি বলেন,

....

৯৫. সুনানে আবু দাউদ: ১/১৩৩, হা. নং ৪৯৫ (প্র. আল মাকতাবাতুল আসরিয়্যা, বৈরূত)

অতঃপর আমি যখন (ইদ্দত পালন শেষে) হালাল হয়ে গেলাম, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললাম, মুআবিয়া বিন আবু সুফইয়ান রাযি. এবং আবু জাহম রাযি. আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু জাহম তো স্বীয় কাঁধ থেকে লাঠি নামায় না। আর মুআবিআ হলো নিঃস্ব, তার কোনো সম্পদ নেই। তুমি উসামা বিন যায়েদকে বিবাহ কর। আমি তা অপছন্দ করলাম। এরপর তিনি আবারও বললেন, উসামাকে বিবাহ কর। অতঃপর আমি তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। আল্লাহ তাআলা এ বিবাহে কল্যাণ দান করলেন এবং আমি ঈর্ষার পাত্রীতে পরিণত হলাম।[৯৬]

আর যারা একেবারেই প্রহার করা যাবে না এমন মত পোষণ করে, তারা কাফেরদের দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে। তাদের এই সিদ্ধান্ত ভুল এবং এটা শরয়ী সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

....

৯৬. সহীহ মুসলিমঃ ২/১১১৪, হা. নং ১৪৮০ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

ঘরের কিছু নিকৃষ্ট ও পরিত্যাজ্য বিষয়

➢ **ছাব্বিশ:** খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যেন স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়রে মাহরাম কোনো পুরুষ ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

➢ **সাতাশ:** পারিবারিক সাক্ষাতের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখা-সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করবে।

➢ **আটাশ:** বাড়ির কাজের লোক ও গাড়ির ড্রাইভারদের থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে।

➢ **উনত্রিশ:** মেয়েলি স্বভাবের পুরষদেরকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

➢ **ত্রিশ:** বাড়ি থেকে মনিটর তথা টেলিভিশন অপসারণ করতে হবে।

➢ **একত্রিশ:** টেলিফোন-মোবাইলের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

➢ **বত্রিশ:** কাফের ও কুফরি ধর্মের যেকোনো প্রতীক ও মূর্তি ঘর থেকে অপসারণ করতে হবে।

➢ **তেত্রিশ:** যেকোনো প্রাণীর ছবি ঘর থেকে সরাতে হবে।

➢ **চৌত্রিশ:** ঘরে ধুমপান নিষিদ্ধ করতে হবে।

➢ **পঁয়ত্রিশ:** ঘরে কুকুর আনা যাবে না এবং কুকুরপ্রীতি ছাড়তে হবে।

➢ **ছত্রিশ:** বাড়ির ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই কারুকাজ করা থেকে দূরে থাকবে।

বিভিন্ন নসীহত

বাড়ি বানানোর জন্য সুন্দর জায়গা নির্বাচন করা এবং তার জন্য নকশা তৈরি করা

নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে যতটা যাচাই-বাছাই করে এবং যত বিষয় লক্ষ করে, সাধারণত অন্যরা তা করে না।

❖ স্থানের দিক থেকে বাড়ি মসজিদের নিকটে করবে। আর এতে অনেক ফায়দা রয়েছে।

১. সর্বদা আযান শুনতে পাবে এবং আযান শুনে ঘুম থেকে উঠতে পারবে। ২. ঘর নিকটে হওয়ার কারণে সহজে এবং সর্বদা জামাতের সাথে নামাজ পড়তে পারবে। ৩. মহিলারা ঘর থেকেই মসজিদের তিলাওয়াত শুনতে পাবে। ৪. শিশুরা মসজিদে কুরআন শিক্ষার আসরগুলোতে সহজেই উপস্থিত হতে পারবে।

❖ এমন কোনো বিল্ডিংয়ে বাসা ভাড়া না নেওয়া এবং ফ্লাট না কিনা, যার বেশির ভাগ বাসিন্দাই কাফের অথবা ফাসেক, যার কারণে সেখানে তাকে কাফের ও ফাসেকদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে।

❖ এমন কোনো বাসা হতে পারবে না, যেখানে পর্দার ব্যবস্থা নেই। হতে পারে বাইরে থেকে তার বাসার ভেতর দেখা যাবে অথবা তার বাসা থেকে অন্য কারও বাসার অভ্যন্তর নজরে আসবে। তবে যদি পর্দা টানানো বা দেয়াল তোলার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহলে ঠিক আছে।

❖ এমনভাবে বাড়ি বানাতে হবে, যেখানে পুরুষদের বসার জায়গা ভিন্ন থাকবে। অর্থাৎ মহিলারা যাতে ভেতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। সেই ব্যবস্থা না থাকলে পর্দা টানিয়ে সেই

ব্যবস্থা করতে হবে।

❖ দরজা-জানালার ওপর পর্দা টানাবে, যাতে করে বাহির থেকে ভেতরের অবস্থা দেখা না যায়। বিশেষ করে রাত্রে যখন ঘরে বাতি জ্বালানো থাকে।

❖ টয়লেটগুলো যেন কিবলামুখী না হয়।

❖ বড় বড় কামরা ও কয়েক স্তরের বাড়ি বেছে নেবে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার মধ্যে তাঁর নেয়ামতের নিদর্শন দেখতে চান।

যেমন সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ.

আমর বিন শুআইব স্বীয় পিতা সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার মধ্যে তাঁর নেয়ামতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন।"[৯৭]

মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيَّةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا،

....

৯৭. সুনানে তিরমিযীঃ ৪/৪২১, হা. নং ২৮১৯ (প্র. দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত)

فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ.

সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তিনটি বিষয় সৌভাগ্যের এবং তিনটি বিষয় হতভাগ্যের। সৌভাগ্যের তিনটি বিষয় হলো– এমন নেককার স্ত্রী, যাকে দেখে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তাকে রেখে বাইরে গেলে তুমি তাকে তার নিজের ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বস্ত ও নিরাপদ পাও। এমন দ্রুতগামী ও উন্নত বাহন, যা তোমাকে তোমার সাথীর সাথে এনে মিলিয়ে দেয়। এবং কয়েক স্তরের প্রশস্ত কামরা। আর হতভাগ্যের তিনটি বিষয় হলো– এমন স্ত্রী, যাকে দেখলে তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, সে তোমার ওপর কথা বলে, তোমার অনুপস্থিতিতে সে তোমার সম্পদ ও তার নিজের ব্যাপারে নিরাপদ নয়। নিম্ন ও ধীরগামী বাহন, যাকে প্রহার করলে তোমাকে ক্লান্ত করে তোলে আর ছেড়ে দিলে তোমার সাথীর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। এবং অল্প স্তরের সংকীর্ণ ঘর।"[৯৮]

❖ স্বাস্থ্যকর বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রাখবে। যেমন আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থাসহ বাড়ির অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সঠিকভাবে আছে কিনা, সেই বিষয়টি ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

....

৯৮. মুস্তাদরাকে হাকিম: ২/১৭৫, হা. নং ২৬৮৪ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

৩৮

বাড়ি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করা

এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। বর্তমান সময়ে বাসস্থান ও অবস্থানটা খুব কাছাকাছি হয়ে থাকে। একই বিল্ডিংয়ে, একই গলিতে বা একই মহল্লায় কাছাকাছি অনেক মানুষ একত্রে বাস করে। ফলে প্রতিবেশীর প্রভাব প্রতিবেশীর ওপর খুব ভালোভাবেই পড়ে।

একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারটি সৌভাগ্যের বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো উত্তম প্রতিবেশী। আর চারটি দুর্ভাগ্যের বিষয়ের কথা বলেছেন। তার মধ্যে একটি হলো খারাপ প্রতিবেশী।

সহীহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ، وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ.

সা'দ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "চারটি বিষয় সৌভাগ্যের– নেককার স্ত্রী, প্রশস্ত ঘর, নেককার প্রতিবেশী ও দ্রুতগামী বাহন। আর

হতভাগ্যের বিষয় চারটি– অসৎ প্রতিবেশী, খারাপ স্ত্রী, সংকীর্ণ ঘর ও দুর্বল বাহন।"[৯৯]

খারাপ প্রতিবেশীর ভয়াবহতা এতটাই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআর মধ্যে এর থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইতেন।

যেমন মুস্তাদরাকে হাকিমে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দুআর মধ্যে বলতেন, "হে আল্লাহ, আমি স্থায়ী নিবাসের মধ্যে খারাপ প্রতিবেশী থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। আর উপত্যকার প্রতিবেশী তো এমনিতেই পরিবর্তন হবে।"[১০০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে খারাপ প্রতিবেশী থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাইতে বলেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ، مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ.

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা স্থায়ী নিবাসে খারাপ প্রতিবেশী থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।

....

৯৯. সহীহ ইবনে হিব্বান: ৯/৩৪০, হা. নং ৪০৩২ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

১০০. মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৭১৪, হা. নং ১৯৫১ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

আর উপত্যকার প্রতিবেশী তো তোমার থেকে এমনিতেই চলে যাবে।”[১০১]

স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের ওপর খারাপ প্রতিবেশীর প্রভাব, তাদের বিভিন্ন কষ্টদায়ক আচরণ ও তাদের পাশে বসবাস করার দুর্গতি নিয়ে আর বেশি কথা বলার এখানে সুযোগ নেই। অবশ্য শিক্ষাগ্রহণের জন্য পূর্ববর্তী আলোচনা অনুসারে তার যথাযথ প্রয়োগই যথেষ্ট। সম্ভবত এর একটি যৌক্তিক সমাধান, যা কিছু ভালো লোকেরা করছে, এটা হতে পারে যে, প্রতিবেশীর সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের পরিবারের লোকদের কাছে বাসা ভাড়া দেবে। যদিও এতে কিছু অর্থ খরচ হবে, তারপরও অর্থ দ্বারা তো তুমি সৎ প্রতিবেশী পাবে না।

....
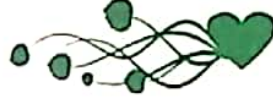
১০১. সুনানে নাসায়ীঃ ৮/২৭৪, হা. নং ৫৫০২ (প্র. মাকতাবুল মাতবূআতিল ইসলামিয়া, হালব)

প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ এবং প্রয়োজনীয় ও আরামের জিনিসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা

বর্তমান সময়ে আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার অনেক বড় একটা নেয়ামত এই যে, তিনি আমাদের জীবনযাপনে শান্তি ও সুবিধার জন্য অনেক উপায়-উপকরণ দান করেছেন। যেমন ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি। বুদ্ধিমানের কাজ হলো, (সামর্থ্য থাকলে) ঘরে এ সকল জিনিসের পর্যাপ্ত মজুদ রাখা। যাতে কষ্ট ব্যতীত স্বস্তির সাথে কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া যায়। তবে লক্ষ রাখতে হবে, কোনোভাবেই যেন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় না হয়। প্রয়োজনীয় সুন্দর জিনিস দিয়ে ঘর সাজাবে, অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে নয়। সুতরাং প্রয়োজনীয় সুন্দর জিনিস এবং অপ্রয়োজনীয় সুন্দর জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে।

ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। ঘরের কোনো জিনিস নষ্ট হয়ে গেলে সেগুলো মেরামতের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কিছু কিছু মানুষ আছে, যারা এই বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেয় না। তাদের স্ত্রীরা বারবার তাগিদ দিতে থাকে, কিন্তু তারা সেদিকে খেয়ালই করে না। ঘরের বিভিন্ন জিনিসের ওপর ধুলোবালির স্তর পড়ে থাকে, ঘরে তেলাপোকাসহ বিভিন্ন পোকামাকড় বাসা বাঁধে, এখানে সেখানে এটা ওটার ভাঙা অংশ পড়ে থাকে, ঘর থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ ছড়ায়।

নিঃসন্দেহে এ সকল বিষয়ের কারণে ঘরে শান্তি থাকে না, পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়। এর কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থাও ভালো থাকে না। সুতরাং জ্ঞানীরা এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ রাখবে।

৪০

ঘরের প্রতিটি সদস্যের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখা

নবী পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দুআ পড়ে তার শরীরে ফুঁক দিতেন।

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তিনি সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে তার শরীরে ফুঁক দিতেন।"[১০২]

সুনানে তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الوَعَكُ أَمَرَ بِالحِسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرْتُقُ فُؤَادَ الحَزِينِ، وَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ بِالمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا.

"আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিবারের কেউ অসুস্থ

১০২. সহীহ মুসলিম: ৪/১৭২৩, হা. নং ২১৯২ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরূত)

হতো, তখন তিনি হাসা নামক এক প্রকার হালুয়া তৈরি করতে বলতেন। হালুয়া তৈরি হলে তাদেরকে তা থেকে খাওয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, নিশ্চয় এটা অন্তরকে শক্তিশালী করে এবং অন্তর থেকে চিন্তা পেরেশানি দূর করে। যেমনিভাবে তোমরা পানি দিয়ে তোমাদের চেহারা থেকে ময়লা দূর কর।"[১০৩]

কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ، أَوْ قَالَ: جُنْحُ اللَّيْلِ، فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، وَأَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَطْفِئْ مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "রাত্রি যখন ডানা মেলে (অর্থাৎ যখন রাত হয়) তখন তোমরা তোমাদের ছোট শিশুদের আটকে রাখ। কারণ, তখন শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। অতঃপর যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়, তখন তাদের ছেড়ে দাও। আল্লাহর নাম নিয়ে দরজা বন্ধ কর এবং আল্লাহর নাম নিয়ে বাতি নিভিয়ে দাও। আল্লাহর নাম নিয়ে পানির পাত্র ঢেকে রাখ এবং আল্লাহর নাম নিয়ে খাবারের পাত্র ঢেকে রাখ; যদিও তার ওপর কোনো কিছু দিয়ে রাখ।"[১০৪]

....

১০৩. সুনানে তিরমিযী: ৩/৪৫১, হা. নং ২০৩৯ (প্র. দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরূত)
১০৪. সহীহ বুখারী: ৪/১২৩, হা. নং ৩২৮০ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

সহীহ মুসলিমে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَفْتَحُ بَابًا، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ.

জাবের রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা পাত্র ঢেকে রাখ, পানির পাত্রের মুখ বন্ধ কর এবং দরজা বন্ধ করে বাতি নিভাও। কারণ, শয়তান বন্ধ পাত্রে মুখ দিতে পারে না ও দরজা খুলতে পারে না এবং পাত্রের মুখ খুলতে পারে না। যদি তোমরা কোনো ঢাকনা না পাও, তাহলে বিসমিল্লাহ বলে একটা কাঠের টুকরা পাত্রের ওপর রাখ। কেননা, (বাতি না নিভালে হতে পারে) ইঁদুর মানুষের বাড়ি জ্বালিয়ে দেবে।"[১০৫]

عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ.

ইবনে উমার রাযি. সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "তোমরা আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমিও না।"[১০৬]

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد،
وعلى آله وصحبه وسلم

....

১০৫. সহীহ মুসলিমঃ ৩/১৫৯৪, হা. নং ২০১২ (প্র. দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

১০৬. সহীহ বুখারীঃ ৮/৬৫, হা. নং ৬২৯৩ (প্র. দারু তাওকিন নাজাত, বৈরূত)

একজন মানুষ যত বিত্তবানই হোক না কেন, তার পরিবার যদি সুশৃঙ্খল ও গোছালো না হয়, ব্যক্তিগতভাবে সে প্রকৃত প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। যখন পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, তখনই তো অনুভূত হবে সুখ আর প্রশান্তি। কত মানুষের অভিযোগ- ঘরে গিয়ে একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারি না। সবার মাঝে কেমন জানি অস্থিরতা। চাওয়া-পাওয়ার অভিযোগ-অনুযোগ শুনতে শুনতেই হাঁপিয়ে ওঠার অবস্থা! কিন্তু কেন এমন হয়? আসলে আমরা অনেকটা আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় ডুবে থাকি। পরিবার কীভাবে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হবে, এ বিষয়গুলোর প্রতি তেমন লক্ষই করা হয় না। এর ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। কীভাবে আমাদের পরিবার হতে পারে একটি আদর্শ পরিবার, আর আমরা লাভ করতে পারব পারিবারিক সুখ-শান্তি, এ বইয়ে রয়েছে এমনই ৪০টি উত্তম উপদেশ।

RUHAMA
PUBLICATION

www.facebook.com/ruhamapublicationBD